হানাফী ও তথাকথিত আহলে হাদীস এর সাথে "এক হাতে মুসাফাহা" "খালি মাথায় নামায পড়া" নামাযে পা অধিক ফাঁক করা" ও "তাকলীদ" নিয়ে চমৎকার কথোপকথন

হানাফী ও আহলে হাদীস সমাচার

মুলঃ

শায়খ মুহাম্মাদ ইসমাঈল মুহাম্মাদী

অনুবাদ

মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম

হানাফী ও আহলে হাদীস সমাচার

মূলঃ
শায়খ মুহাম্মাদ ইসমাঈল মুহাম্মাদী

অনুবাদঃ
হাফেয মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী
মুতাখাসসিস ফিল হাদীস ওয়াল ফিকহ
সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ
গফুর ভিউ এ/১৫৫৫ রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।
মোবাইলঃ ০১৮১২-৫১৯৫৮৯, ০১৯১৭-০৭২৯৩৫

সর্বস্বত্বঃ
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকঃ
জনাব অলিয়ার রহমান স্মরণে
মুফতি অহিদুর রহমান ইসলামী গবেষণাগার কৈখালী, সদর, যশোর।

প্রকাশকালঃ
০৯ জানুয়ারী ২০১৬ ঈসায়ী, ২৭ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হিজরী

মূল্যঃ
৯০ (নব্বই) টাকা মাত্র।
বইটি পড়তে ভিজিট করুন
www.kafelaehaque.com

Hanafi O Ahle Hadis Shomasar
By: **Shekh Muhammad Ismail Muhammadi**
Translates By: **Mufti Wakil Uddin Jessoree**
Specialist in Hadith & Islamic law.
Assistant Mufti: darul ifta khadimul quran was sunnah, Chittagong.
Price : 90/- Tk Only.

সূচিপত্র

আল্লামা শাহ আহমদ শফি দা. বা. এর অভিমত- ৪
হাফেয মাওলানা মুফতী অহিদুর রহমান দা. বা. এর অভিমত- ৫
এক হাতে মুসাফাহা করা- ৬
খালি মাথায় নামায পড়া- ১২
নামাযে পা অধিক ফাঁক করা- ২০
তাকলীদ- ২৮
তাকলীদ না করার ফলাফল- ৭৩
সালাতুর রাসূল এ মিথ্যাচার- ৭৭
সাবীলূর রাসূল এ মিথ্যাচার- ৭৭
হাকীকাতুল ফিফহ এ মিথ্যাচার- ৭৮
আলোচনার ফলাফল- ৭৯

পাক-ভারত উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনের অগ্রদূত, শায়খুল আরব ওয়াল আজম আওলাদে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আল্লামা সায়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর বিশিষ্ট খলিফা, মুসলেহে উম্মাহ, বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যা এর সম্মানিত চেয়ারম্যান, হেফাযতে ইসলাম বাংলাদেশ এর সম্মানিত আমীর, আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম এর স্বনামধন্য মহাপরিচালক ও শায়খুল হাদীস শায়খুল ইসলাম

"আল্লামা শাহ আহমদ শফি" দা. বা. এর

অভিমত ও দু'আ

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد.

ফিকহের শাখাগত মাসআলা নিয়ে ইখতিলাফ সর্বদায় চলে আসছে, আগামীতেও থাকবে, কিন্তু ইদানিং কিছু তথাকথিত আহলে হাদীস এ সকল মাসআলা নিয়ে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করে চলেছে। যে কারণে সাধারণ মানুষ বিশেষভাবে চিন্তাগ্রস্ত। বইটিতে একজন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হানাফি ও তথাকথিত আহলে হাদীসের মাঝে কথোপকথন হয়েছে। তা উলামায়ে কেরাম ও জনসাধারণের জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে বলে আশা করছি। শায়খ মুহাম্মাদ ইসমাইল মুহাম্মাদী সাহেবের "তুহফায়ে আহলে হাদীস" কে অনুবাদ করা হয়েছে। অনুবাদ করেছে আমার অত্যন্ত আস্থাভাজন প্রিয় শাগের্দ তরুণ আলেম মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী, সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ চট্টগ্রাম- বাংলা ভাষায় নাম দিয়েছে- **"হানাফী ও আহলে হাদীস সমাচার"**। মাশা আল্লাহ, সহজ-সাবলীল ভাষায় অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করেছে।

তথাকথিত আহলে হাদীসদের বিভ্রান্তি ও সংশয় নিরসনে বইটি পর্যাপ্ত ভুমিকা রাখবে। ইনশাআল্লাহ। ফা জাযাহুল্লাহু তাআলা ফিদ্দারাইন।

আমি দুআ করি আল্লাহ লিখক, অনুবাদক ও কিতাবকে এবং আমাদের সকলকে কবুল করুন। অনুবাদককে আরো বেশী বেশী খিদমাতের তাওফীক দান করুন। আমীন।

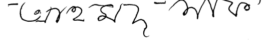

আহমাদ শফী

১৭ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হিজরী

৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ ইসায়ী

জামিয়া আরাবিয়া দারুল আরকাম যশোর এর সম্মানিত মুহাদ্দিস ও উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী বিদ্যাপিঠ আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর স্বনামধন্য মহাপরিচালক ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া (কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড) বাংলাদেশ এর সম্মানিত চেয়ারম্যান, হেফাযতে ইসলাম বাংলাদেশ এর সম্মানিত আমীর, **আল্লামা শাহ আহমদ শফি দা. বা.** এর সুযোগ্য খলীফা,

হাফেয মাওলানা মুফতী অহিদুর রহমান দা. বা. এর

অভিমত

حــــامدا ومصليا ومسلما أما بعد.

শায়খ মুহাম্মাদ ইসমাঈল মুহাম্মাদী রচিত "তোহফায়ে আহলে হাদীস" কিতাবটি অনেক উপকারী ও বিভ্রান্তি দূর করণে অত্যন্ত উপযোগী একটি কিতাব। যা বাংলা ভাষি থেকে অনেক দূরে রয়ে গেছে।

আলহামদুলিল্লাহ! মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী, সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম- তার অনুবাদ করে কিতাবটিকে বাংলা ভাষিদের গোড় দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে।

লেখক তার কলমকে সর্বদা বাতিলের মোকাবেলায় ও হকের পক্ষে নিয়জিত রাখতে চেষ্টা করে।

আমি আল্লাহর দরবারে লেখক সহ তার মাতা, পিতা, আত্মীয় স্বজন ও সকল মানুষকে হেদায়াতের সঠিক বুঝ দান করার জন্য দু'আ করি। আমীন।

অহিদুর রহমান

২৫ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হিজরী

০৭ জানুয়ারী ২০১৬ ঈসায়ী

রাত ৭:২০ মিনিট

এক হাতে মুসাফাহ করা

হানাফীঃ আসসালামু আলাইকুম! জনাব কেমন আছেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ ওয়ালাইকুমুস সালাম! জ্বী ভাল আছি! আজ হঠাৎ কি মনে করে?

হানাফীঃ আপনাকে এখানে কয়েকবার নামায আদায় করতে দেখেছি, ভেবেছিলাম আপনার সাথে কিছু সময় বসে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করব। আজ মন চাইল, তাই বসে গেলাম।

গায়রে মুকাল্লিদঃ খুব ভাল! যেহেতু মন চেয়েছে, বসেছেন, তবে মন খুলে প্রশ্ন করতে পারেন।

হানাফীঃ জ্বী জনাব আপনাকে পূর্ব থেকেই খেয়াল করছি, আপনি যখন নামায পড়েন, তখন মাথা থেকে টুপি খুলে নিচে নিক্ষেপ করেন, ডান হাত বাম কনুইয়ের উপর বাঁধেন এবং গরদান বাকা করে পাকে খুব চওড়া করে দাঁড়ান। এগুলো আমার বুঝে আসেনা। সংক্ষেপে বর্ণনা দিন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ অবশ্যই ব্যাখ্যা দিব- আমরা এ জন্যই করে থাকি যেন মানুষ আমাদেরকে প্রশ্ন করে। আর আমরা মানুষদের ফিক্হ (ইসলামী আইন) থেকে দূরে সরিয়ে কুরআন ও হাদীসে লাগাতে পারি।

হানাফীঃ ভাইয়া খুব ভাল! এই মাসআলাগুলি আলোচনা ও যাচাইয়ের পূর্বে যে এক হাত দ্বারা মুসাফাহা করেন তার ব্যাখ্যা করুন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ হ্যাঁ, অবশ্যই! মূল আলোচনার পূর্বে আমার কথা কান খুলে শুনুন যে, আমরা কুরআন ও হাদীস ব্যতিত ফেকাহ ঠেকাহ মানিনা। আমাদের যে মাসআলাই হোক আমরা সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে গ্রহণ করি। কোন সাহাবী বা ইমামের কথা হয়, তবে তাকে আরামসে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করি। আর আমরা কোন ইমামের তাকলীদ করিনা।

হানাফীঃ ভাইয়া অনেক ভাল! আপনার কথাই সঠিক। কুরআন ও হাদীসের বিপরীতে যদি কোন কথা হয়, তবে তা অবশ্যই আমলযোগ্য নয়। যেহেতু তা সহীহ্ হাদীসের বিপরীত এবং কুরআনের সাংঘর্ষিক।

গায়রে মুকাল্লিদঃ দেখুন আপনি যে নামাযের আলোচনার পূর্বেই মুসাফাহা করার মাসআলা ধরলেন, দু'হাতে মুসাফাহা করা কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং যেখানেই সালাম মুসাফাহা করার হাদীস এসেছে **يد** (ইয়াদ) শব্দ এসেছে। আর **يد** (ইয়াদ) শুধুমাত্র এক হাতকেই বলে। আরবীতে দু হাতকে **يدان** (ইয়াদানি) বলে।

হানাফীঃ ভাইজান! প্রথম কথা হলো **يد** (ইয়াদ) শুধুমাত্র এক হাতকে বলে এটি ভুল। বরং এটি **اسم جنس** (ইসমে জিন্স)। আর ইসমে জিন্স কম-বেশী দু'টিই হতে পারে। যদি **يد** (ইয়াদ) শব্দ দ্বারা আপনি শুধু এক হাত উদ্দেশ্য নেন, তবে ডান হাত কোন হাদীসের অনুবাদ?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনি তো ইলমি আলোচনা নস্যাৎ করতে চান। আমাকে শুধুমাত্র দু' হাতের শব্দ দেখান। আর ইহায় যথেষ্ট!

হানাফীঃ ভাইয়া আমি প্রথমে আপনার সাথে বিস্তারিত আলোচনার অনুমতি চেয়েছিলাম। যথেষ্ট বললে হবে না। বরং বিস্তারিত হতে হবে।

দেখুন হাদীসে ডান হাতে ইসতিন্জা করার নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আর বাম হাতে খাবার খেতে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। ঐ রকমভাবে আপনি কুরআনের কোন আয়াত বা হাদীস দ্বারা ডান হাতে মুসাফাহা করা এবং বাম হাতে মুসাফাহা করার নিষেধাজ্ঞা প্রমাণ করেন। তবে আপনার দাবী দলিলযুক্ত হবে। যার অস্বীকার করা কোন মতেই সম্ভব হবে না। শুধু **يد** (ইয়াদ) দ্বারা এক হাত উদ্দেশ্য নেয়া এবং পুণরায় সেটা ডান হাত বলা এটি কিভাবে আপনি প্রমাণ করলেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমাকে দু'হাতের শব্দ দেখান এবং সেটাও বুখারী শরীফে। ইহা ব্যতিত অন্য কোন গ্রন্থ উপস্থাপন করবেন না।

হানাফীঃ ভাইজান! অসুন্তুষ্ট হচ্ছেন? এখন পর্যন্ত আপনি নিজের দাবী কোন গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণ করতে পারেন নাই। আর আমার কাছে শুধু বুখারী শরীফ

থেকে দলিল চান? আপনি যদি আমার থেকে বুখারী শরীফ থেকে দলিল চান, তবে আমিও প্রতিটি মাসআলা আপনার কাছে বুখারী শরীফ থেকেই দলিল চাইব। আপনি যদি দ্বীনের প্রতিটি জিনিষ বুখারী শরীফ থেকে গ্রহণ করে থাকেন, তবে আমাকেও বুখারী শরীফের বাধ্যবাধকতা করতে পারেন, নতুবা নয়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ সেই মাসআলাগুলি কি কি? যা আমরা মানি এবং তার আমলও করি কিন্তু তা বুখারী শরীফে নেই?

হানাফীঃ ভাইয়া আপনাদের নিদর্শনের মধ্যে একটি হলো, বুকের উপর হাত বাঁধা! বুখারী শরীফ তো দূরের কথা সিহাহে সিত্তাতেও নেই।

গায়রে মুকাল্লিদঃ এটা কিভাবে সম্ভব? আমাদের মাসআলার হাদীস সিহাহে সিত্তাতেও নেই? দেখুন বুকে হাত বাঁধা ইহা মারাসীলে আবী দাউদে এসেছে।

হানাফীঃ ভাইজান! মারাসীলে আবী দাউদ সিহাহে সিত্তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং ইমাম আবু দাউদের পৃথক একটি পুস্তিকা। এটাকে সুনানে আবী দাউদ এর সাথে বাধাইকৃত। যার দ্বারা ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে। যেভাবে শামায়েলে তিরমিযি, তিরমিযি শরীফের সাথে বাধাই করা হয়েছে। অথচ সেটি একটি ভিন্ন কিতাব। দ্বিতীয় মুরসাল হাদীস গায়রে মুকাল্লিদ ওলামাগণ দলিল মানেন না।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমাদের কোন কোন মাসআলা যা বুখারী শরীফে নেই?

হানাফীঃ

১. বুকে হাত বাঁধা।

২. টাখনু চওড়া করা।

৩. পা খাঁড়া করা।

৪. আপনাদের আযান বুখারী শরীফে নেই।

৫. আপনাদের রাকাত বুখারী শরীফে নেই। অর্থাৎ প্রত্যেক নামাযের কত রাকাত ফরয, কত রাকাত সুন্নাত।

৬. নামাযের ফরয, ওয়াজিব, নামাযের মাকরুহ বুখারী শরীফে নেই।

৭. আপনারা যেভাবে জানাযা পড়েন, তার ব্যাখ্যা বুখারী শরীফে নেই।

৮. ঈদের নামায পড়ার তরীকা বুখারী শরীফে নেই।

৯. বসে প্রসাব করা বুখারী শরিফে নেই।

১০. আপনারা আপনাদের ঝান্ডাতে তরবারী বানিয়ে তার উপর কালিমা লিখেছেন এ দু'টাই বুখারী শরীফ তো দূরের কথা দুনিয়ার কোন কিতাব দ্বারা প্রমাণিত নয় যে, রাসুল সা. এর ঝান্ডার উপর তরবারী ও কালিমাও ছিল। বরং এটি বিদাত। যদি অন্য মানুষ নামাযের পর কালিমা জোরে পড়ে, তবে তারা বিদআতি হয়, তবে আপনারা নতুন ঝান্ডা বানিয়ে আপনারা বেদআতি নয়? এটা কোথার ইনসাফ?

মাত্র দশটি বললাম।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমাকে শুধু দু'হাত দ্বারা মুসাফাহা করার হাদীস দেখান।

হানাফীঃ ভাইজান! জানিনা আপনি কখনো বুখারী শরীফ দেখেছেন কি-না? বুখারী শরীফে ইমাম বুখারী, পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছেন **باب المصافحة** তার নিচেই মুসাফাহার হাদীস এনেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দু'হাতের মাঝে আমার হাত ছিল। (**كفي بين كفيه**)

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনি ভুল বর্ণনা করলেন, এখানে মুসাফাহা করার কোন আলোচনা নেই।

হানাফীঃ কোন ভুল বর্ণনা করিনি বরং ইমাম বুখারী এই হাদীসকে **باب المصافحة** মুসাফাহা পরিচ্ছেদে এনেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমরা পরিচ্ছেদ ঠরিচ্ছেদ মানিনা। আমরা শুধু রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস মানি।

হানাফীঃ ভাইজান! ইমামদের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার মাসআলায় ইমাম বুখারী যে পরিচ্ছেদ বেঁধেছেন, যখন সুরা ফাতেহার মাসআলা আসে তখন পরিচ্ছেদ ঠরিচ্ছেদ মানেন। আর এখন পরিচ্ছেদ ঠরিচ্ছেদ অস্বীকার করেন। এটা **تومنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض** এর মত হচ্ছেনা? দ্বিতীয় মাসআলা রফয়ে ইয়াদাইন তরক বিষয়ে যখন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত পাগলা ঘোড়া ওয়ালা রেওয়ায়েত পেশ করে, ঐ সময় গায়রে মুকাল্লিদ ওহাবী চিল্লাপাল্লা করে মুসলিম শরিফ দেখুন, ঐখানে

বুখারী শরিফের পরিচ্ছেদেও নয় ইমাম মুসলিমেরও পরিচ্ছেদেও নয়। বরং ইমাম নববী এ পরিচ্ছেদ বেঁধেছেন। সেটা باب الامر بالسكون في الصلاة (নামায়ে শান্ত থাকা পরিচ্ছেদ)। ভাইজান! এ সময় আপনাদের সকল পরিচ্ছেদ স্বরণে আসে। আর যখন আপনাদের বিপরীত ইমাম বুখারীর পরিচ্ছেদ এসেছে, তখনই হঠাৎ বলে দিলেন যে, আমরা পরিচ্ছেদ ঠরিচ্ছেদ মানিনা।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমি পরিচ্ছেদ মানি। কিন্তু দেখেন এতে নিঃসন্দেহে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই হাত দিয়েছেন। কিন্তু সাহাবী এক হাত দিয়েছেন তাই না?

হানাফীঃ জ্বী ভাইজান! রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী এক হাত বাড়িয়েছেন। এটি কোন শব্দের থেকে প্রমাণিত?

গায়রে মুকাল্লিদঃ كفي بين كفيه আমার এক হাত রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দু'হাতের মাঝে ছিল।

হানাফীঃ প্রিয় ভাইজান! আপনি একটু আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিন। দু'হাত সামনে বাড়ান, দেখুন মুসাফাহা চলছে। আপনার দু'হাত। কিন্তু আমার দু'হাতের মাঝে যে হাত আছে, সেটা একটিই হাত। দ্বিতীয়টা বাহিরে। ঐরকমভাবে আমারও একটি হাত আপনার দু'হাতের মাঝখানে। এর দ্বারা কিভাবে বুঝলেন যে, সাহাবীর এক হাত ছিল? সাহাবায়ে কেরাম তো রাসুলের ইশারাও অনুসরণ করতেন। আর এটা থেকে এটা বলা যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'হাত দিয়েছেন আর সাহাবী এক হাত দিয়েছেন এটা অসম্ভব। তারপরও যদি সামান্য সময়ের জন্যও মেনে নেয়, তবে সাহাবী এক হাত দিয়েছেন। এক্ষেত্রেও আমাদের জন্য রাসুল সা. এর সিরাত ও তরীকা গ্রহণ করাই প্রধান্য পাবে। অনেক জায়গায় যখন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সাহাবায়ে কেরামের কথা পেশ করেন তখন আপনারা তার সাথে বিরুদ্ধাচারন করেন। আর বলেন যে, সাহাবীর কথা দলিল নয়। আমরা মানিনা। (তারাবীহ, তালাক ইত্যাদি মাসআলাতে)।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমরা দু'হাত দিলে নবীদের সাথে সমাঞ্জস্য হবে। এ জন্য এক হাত দেয়।

হানাফীঃ ভাইজান! আমরা যদি এক হাত দেয়, তবে সাহাবিদের সাথে সমাঞ্জস্য হবে। আর তাই আমার খেয়াল হল, শুধুমাত্র আঙ্গুল মেলানো উচিত। যাতে করে নবী, সাহাবী কারো সাথে সমাঞ্জস্য না হয়। ভাই এটি শুধু হাদীস থেকে জান বাচানোর তরীকা। ইহা ছাড়া কিছুই নয়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনি **يد** (ইয়াদ) ওয়ালা প্রশ্নের উত্তর দেননি। আর তার বিস্তারিত ব্যাখ্যাও বলেননি। আমি বলি **يد** (ইয়াদ) এর অর্থ শুধু মাত্র এক হাত।

হানাফীঃ **يد** (ইয়াদ) এর অর্থ এক হাত করা হলে আপনার জন্যই ক্ষতিকারক। কেননা হাদীসে এসেছে, **المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده** মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ হতে অপর মুসলমান নিরাপদে থাকে। তবে আপনার নিকট অর্থ হবে, ডান হাত দ্বারা কাউকে কষ্ট দিবেনা। তবে বাম হাত দ্বারা মারলে, পকেট কাটলে, ছুরি মারলে, কাউকে হত্যা করলে কোন সমস্যা নেই। এটি জায়েয।

গায়রে মুকাল্লিদঃ হ্যাঁ, বন্ধু এ অর্থ তো বাস্তবেই ভুল। আচ্ছা এক হাতে মুসাফাহা কারা করে?

হানাফীঃ ইংরেজ করে ও এক হাত মিলায়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমাদের বাহীনিতেও এক হাত মিলানোর নিয়ম। আপনি বাহীনিকে মানেন না?

হানাফীঃ ভাইজান! বাহীনিতে অন্যান্য নিয়মাবলীর মধ্যে এটিও একটি। কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। এখন আপনি বাহীনির আশ্রয় নিচ্ছেন। অথচ আপনি বলেছিলেন, কুরআন হাদীসের বাইরে যাবনা। যা হোক নবীর সুন্নাত হল, দু' হাতে মুসাফাহ করা। আল্লাহ আপনাকে মানার তৌফিক দান করুন। আমীন।

খালি মাথায় নামায পড়া

গায়রে মুকাল্লিদঃ দ্বিতীয় মাসআলা ছিল, "খালি মাথায় নামায পড়া"। আপনি মাথা থেকে টুপি খোলা বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, এ কাজটি আমি হুবাহু রাসুলের সুন্নাত অনুযায়ী করেছি।

হানাফীঃ যদি খালি মাথায় নামায পড়া সুন্নাত প্রমাণিত হয়, তবে আমরাও এমন করব। আপনি সুন্নাত এর সংজ্ঞা প্রদান করুন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ যে কাজ রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন সেটা সুন্নাত। আর তা করা আমাদের জন্য প্রতিদান ও সওয়াবের কারণ।

হানাফীঃ কেউ আপনাকে সুন্নাত এর সংজ্ঞা ভুল বলেছে। যে কাজ রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দু'বার করেছেন বা করে ছেড়ে দিয়েছেন, তা সুন্নাত নয়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ তবে সুন্নাত কাকে বলে?

হানাফীঃ যে কাজ রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা করেছেন সেটা সুন্নাত হয়। যে কাজ করে ছেড়ে দিয়েছেন, কখনও করেছিলেন, পরবর্তীতে করেন নি, তা সুন্নাত নয়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ যে কাজ রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবারও করেছেন আমরা তাকেও সুন্নাত বলি।

হানাফীঃ তবে তো আপনি দাঁড়িয়ে প্রসাব করাকে সুন্নাত বলবেন। কেননা হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রসাব করেছেন। আর বুখারী শরীফেও বসে প্রসাব করার হাদীস কোথায়ও নেই। আরো আনন্দের বিষয় হল, বসে প্রসাব করার হাদীস মুসলিম শরীফেও নেই। আর দাঁড়িয়ে প্রসাব করার হাদীস আছে। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাচ্চা উঠিয়ে নামায পড়েছেন। রাসুল সা. নামাযের

মাঝে শিকল খুলেছেন। এ সকল কাজকে আপনি সুন্নাত বুঝেন? এই সুন্নাত এর উপর কতবার আমল করেছেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ এ কাজগুলো সুন্নাত নয় কি?

হানাফীঃ দেখুন কাজগুলো রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। তারপরও সুন্নাত নয়। আমরা এটাই বলি যে, রাসুল সা. এর প্রত্যেক কাজ সুন্নাত নয়। যেমন অজুতে কুলি করেছেন, আমরাও তাকে সুন্নাত বলি। অযুর পর স্ত্রীকে চুম্বন করেছেন। তাকে সুন্নাত বলিনা। এ দুটি কাজই রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর। একটি সুন্নাত, অপরটি নয়। ঐ রকম ভাবে নামাযে সানা পড়া সুন্নাত। তবে বাচ্চাকে উঠানো সুন্নাত নয়। অথচ কাজ দু'টি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। এ কথাকে আপনিও মানেন। যদি দু'টিই সুন্নাত হয়, যেমন আপনি পূর্বে বলেছেন, তবে যত আহলে হাদীস বাচ্চা উঠানো ব্যতীত মসজিদে আসেন, তারা সকলেই সুন্নাত তরককারীর অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর যে স্ত্রীকে চুম্বন ব্যতীত আসে, সেও সুন্নাত তরককারীর মধ্যে গণ্য হবে। আপনার কথা মোতাবেক প্রতিদান ও সওয়াব থেকেও বঞ্চিত হবে। আপনি ইহার প্রতি একটু সময় ব্যয় করবেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনাকে হাদীস দেখাতে পারব যে রাসুল সা. একটি কাপড়ে নামায পড়েছেন। আরেকটি কাপড় নিচে রেখেছেন।

হানাফীঃ ভাই! এ হাদীসে তো "একটি কাপড়" এর শব্দ আছে। কিন্তু খালি মাথার কোন প্রমাণ নেই।

গায়রে মুকাল্লিদঃ যেহেতু একটি কাপড় এর প্রমাণ হয়ে গেল। সুতরাং খালি মাথারও প্রমাণ হয়ে গেল। কেননা একটি কাপড় দ্বারা কিভাবে সমস্ত শরীর ঢাকা যায়?

হানাফীঃ ভাই! এই হাদীস থেকে খালি মাথা প্রমাণ করা সিনা যুরি। খালি মাথা শব্দ দেখান। একটি কাপড় হলে মাথা খালি হওয়া আবশ্যক নয়। একটি বড় চাদরে মানুষ সুন্দরভাবে জড়িয়ে নিতে পারে, তখন মাথা ও শরীর ঢেকে যায়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ একটি কাপড়ে নামায পড়া তো প্রমাণিত হয়ে গেল। এটিকে আপনিও মেনে নিয়েছেন।

হানাফীঃ ভাই! যদি অন্য কোন কাপড় না থাকে, তবে একটি কাপড় দ্বারা নামায আদায় করতে পারবে। আর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়েয বুঝাতেই এটি করেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ দেখুন! আমি প্রমাণ করে দিয়েছি যে, একটি কাপড় দ্বারা নামায পড়া সুন্নাত।

হানাফীঃ ভাই! আপনার মনে হয় আপনার মেধাশক্তি কিছুটা কম। পূর্বে মেনে নিয়েছিলেন যে, এক আধবার করা কাজ সুন্নাত নয়। সুন্নাত সর্বদাটা হয়। বিশেষ সময়ের জন্য নয়। যদি একটি কাপড়ে নামায পড়া সুন্নাত হয়। তবে আপনার মসজিদে এই সুন্নাত জবাই হচ্ছে। আজকেই এলান করুন যে, ছয় ছয়টি কাপড় পরে যারা নামায পড়ছে, তারা বেদআতী। কেননা রাসুল সা. একটি কাপড়ে নামায পড়েছেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমরা ছয় ছয়টি কাপড় কখন পরি?

হানাফীঃ গণনা করুন। পায়জামা, পাঞ্জাবি, গেঞ্জি, টুপি, জ্যাকেট, মোজা। আপনি মরা সুন্নাতকে জীবিত করেন। যে সকল মানুষ এতগুলো কাপড়ে নামায পড়ছে, তাদের সমস্ত কাপড় খুলে দিন। কারো একটি কাপড় মোজা থাকে, কারো টুপি, কারো পাঞ্জাবী। যাতে করে "একটি কাপড়" এর উপর আমল হয়ে যায় এবং সর্বপ্রথম আপনি ও আপনার পরিবার আমল করুন। এই স্বাভাবিক কথাটাও বুঝেন না যে, এর দ্বারা খালি মাথা এর উদ্দেশ্য নেয়া হবে? কাল কেউ এসে এর দ্বারা শুধু লুঙ্গি উদ্দেশ্য নিবে। আপনি তার বিরোধিতা করতে পারবেন? সে এই হাদীস পড়ে আপনাকে শুনাবে বা একটি কাপড় দ্বারা শুধু পাগড়ী উদ্দেশ্য নিবে। আপনি তার কি উত্তর দিবেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আবু দাউদের একটি হাদীস এসেছে, শরীক নামক এক ব্যক্তি টুপি সামনে রেখে নামায আদায় করেছেন।

হানাফীঃ আপনি প্রথমে বলেছিলেন যে, শুধু কুরআন ও হাদীস থেকে দলিল দিবেন। এখন বলি, শরীক নামের ব্যক্তি কি নবী? কখনই নয়। সাহাবী ছিল? কখনই নয়। সে হয়ত তাবেয়ী বা তাবয়ে তাবেয়ী। আর আবু দাউদের অনুচ্ছেদ দেখুন। ইমাম আবু দাউদ বলেন- তার নিকট সুতরা বানানোর জন্য কোন জিনিষ ছিল না, তিনি টুপি দিয়ে সুতরা

ব্যবহার করেছেন। এ জন্য রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালি মাথায় নামায পড়েছেন, সেটি প্রমাণ করতে পারবেন না। আর সাহাবী থেকেও পারবেন না। আপনারা কেমন আহলে হাদীস? না মানার জায়গায় সহীহ মারফু হাদীস অস্বীকার করেন, যখন আপনাদের মতের বিপরীত হয়। আর যখন মত অনুযায়ী হয়, তখন তাবেয়ী, তাবয়ে তাবেয়ী এর কথা মানানোর জন্য লাঠি পর্যন্ত উঠান। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালি মাথায় থাকা মানুষকে সালামের উত্তর পর্যন্ত দিতেন না। যখন মাসাহ করেন, তখন এক হাত দিয়ে পাগড়ী তুলে অন্য হাত দিয়ে মাসাহ করতেন। এতটুকু খালি মাথায় থাকা পসন্দ করতেন না যে, পাগড়ী নামিয়ে নিচে রাখবেন ও মাসাহ করবেন। আর তার উম্মাত সর্বদা খালি মাথায় নামায পড়ে। অনেকে অলি, গলি, বাজারে খালি মাথায় ঘুরবে, আর বলবে আহলে হাদীস। নিজে ব্যতীত সকলকে মুরতাদ ফাসেক বলবে। এদেরকে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে পসন্দ করবেন?

গায়রে মুকাল্লিদ: কোন ব্যাক্তি জেনে বুঝে খালি মাথায় নামায পড়লে কি নামায হবে না? তাতে কোন সমস্যা হবে কি?

হানাফী: আরে ভাই! আমি প্রথমে আপনার দ্বিতীয় কথার উত্তর দিব।"কোন সমস্যা হবে কি?" সমস্যা তো অবশ্যই। কেননা খৃস্টানদের সাথে সামঞ্জস্যতা হবে। খৃস্টানদের ইবাদত করতে দেখলে দেখেছেন যে, তারা খালি মাথায় ইবাদত করে। যখন সহীহ হাদীস প্রকাশ্যভাবে খালি মাথায় নামায পড়া প্রমাণিত নয়, তবে পূণরায় ঐরকম নামায পড়তে অবশ্যই সমস্যা। যাকে ওলামায়ে কেরাম "ফাতওয়া উলামায়ে হাদীস" নামক কিতাবে মাকরুহ লিখেছেন। এখন আপনার প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর দিচ্ছি যে, "নামায হয়ে যাবে কি হবে না?" যদি কোন ব্যক্তি কোন অপারগতার কারণে খালি মাথায় নামায পড়ে। অর্থাৎ তার কাছে কাপড় নেই, বা মাথায় ব্যথা, তবে নামায হয়ে যাবে। আর অলসতায় খালি মাথা রেখেছে, তবে তাতে ইহুদিদের সাথে সামঞ্জস্য হবে। কুরআনে ইহুদিদের বিষয় নাযিল হয়েছে যে,

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى

তারা যখন নামাযে দাড়াই, তখন অলস হয়ে নামায দাড়াই। (সুরা নিসা-১৪২)

গায়রে মুকাল্লিদ: আমাদের উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে কিছু লিখেছে কি না?

হানাফী: আরে ভাই! "ফতওয়ায়ে উলামায়ে হাদীস" আমার কাছে আছে। আপনাকে দেখাচ্ছি। ৪/২৮১ এই দেখুন স্বজনপ্রীতি ও ফেশন এর উপর

১. এমন করা সঠিক নয়। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এ আমল করেন নি।

২. কোন মারফু সহীহ হাদীস আমার নযরে পড়েনি যে, যার দ্বারা এ অভ্যাস জায়েয হওয়ার প্রমাণ হয়।

৩. সুন্নাত ও মুস্তাহাব হওয়া প্রকাশ্য নয়। ২/২৮৭।

৪. হযরত ওমর রাযি. বলেছেন, যখন আল্লাহ তাআলা প্রশস্ততা দিয়েছেন তখন নামাযেও প্রশস্ততা করা উচিত। ৪/২৮৭।

৫. কোন হাদীসেও ওযরহীন খালি মাথায় নামায পড়ার অভ্যাস গ্রহণ করা প্রমাণিত নয়। শুধুমাত্র আমলহীন বা খারাপ আমল বা অলসতার কারণে এটি দিন দিন বাড়ছে। বরং মুর্খরা এটাকে সুন্নাত বুঝা শুরু করেছে। আল্লাহর পানাহ। ৪/২৮৮।

৬. কাপড় থাকতে খালি মাথায় নামায পড়া জিদের বশে হবে বা জ্ঞান কম হওয়ার কারণে।

৭. ঐরকম এই মাসআলাটি অধিক জ্ঞান ও অন্তদৃষ্টির সাথে সম্পর্কীয়। যদি এই সুন্দর অন্তদৃষ্টি জাতীয় স্বভাবজাত বঞ্চিত না হয়, তবে খালি মাথায় সেরকম মাকরুহ হবে। ৪/২৮৯।

৮. ইসলামের শুরু যুগে যখন কাপড় কম ছিল, তারপরও এই অপারগতার দৃষ্টিতে এমন কোন বর্ণনা অতিবাহিত হয়নি, যাতে প্রকাশ্যরুপে এটা উল্লেখ হবে যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবায়ে কেরাম রাযি. মসজিদে এবং জামাতে খালি মাথায় নামায পড়েছেন। তবে কিভাবে এটাকে আমল বানানে হয়েছে? এ জন্য খারাপ প্রথা যা ছড়াচ্ছেন তা বন্ধ করা উচিত। ৪/২৯১।

৯. যদি ইবাদত খুশু খুজুর জন্য অপরগতার খেয়ালে পড়ে তবে তা খৃস্টানদের সাথে সামঞ্জস্য হবে।

১০. ইসলামে খালি মাথায় থাকা ইবাদত ও খুশু খুজুর আলামত নয়, ইহরাম ব্যতীত। যদি অলসতার কারণে হয়, তবে তা মুনাফিকের কার্যকলাপের সাথে সামঞ্জস্য হয়।

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى

তারা অলসতায় নামায আদায় করে। (সুরা তাওবা- ১৫৪)
উদ্দেশ্য হল প্রত্যেক দিক থেকে অপসন্দনীয় আমল।
এটি দশটি।

ভাই লক্ষ করুন! নিকটবর্তী দশ জায়গা থেকে আপনাকে দলিল দেখালাম। উল্লেখিত দলিলের ৫ নং দেখুন! আপনাদের উলামায়ে কেরাম বলেন, একে যে সুন্নাত বুঝে সে মুর্খ। ৬ নং এ বলেন, খালি মাথায় নামায পড়া জিদ এবং অল্প জ্ঞানের কাজ। ৭ নং দ্বারা প্রমাণিত হয়, খালি মাথায় নামায পড়া মাকরুহ। ৮ নং দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খালি মাথায় নামায পড়া খারাপ অভ্যাস এবং প্রথা ছড়ানো হচ্ছে, তা বন্ধ করা উচিত। ৯ নং দ্বারা প্রমাণ হয় যে, খৃস্টানদের সাথে সামঞ্জস্যতা। ১০ নং দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মুনাফিকদের সাথে সামঞ্জস্যতা। ৩ নং দ্বারা প্রমাণ হয় খালি মাথায় নামায পড়া সুন্নাত নয়, মুস্তাহাবও নয়। আর আপনাকে আপনাদের ওলামায়ে কেরামদের লেখা থেকে দলিল দিয়েছি যে, খালি মাথায় নামায পড়া রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। যখন খালি মাথায় নামায পড়া মুনাফিক ও খৃস্টানদের সাথে সামঞ্জস্য হয় এবং রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমলও নয়। তবে আপনারা এ কাজ কেন করেন? হয়ত খালি মাথায় নামায পড়া ছেড়ে দিন বা উল্লেখিত উপাধি নিজের মাথার মুকুট বানানোর জন্য প্রস্তুত হোন।

গায়রে মুকাল্লিদ: আমরা এসব ফতওয়া ঠতুয়া মানিনা। আমরা শুধু কুরআন ও হাদীস মানি। এই ফতওয়া ঠতুওয়া আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআন ও হাদীস যথেষ্ট।

হানাফীঃ ভাই যদি প্রত্যেক জনসাধারণের জন্য কুরআন ও হাদীস কোন শিক্ষক ছাড়াই যথেষ্ট হয়, তবে আপনাদের ওলামাগণ এই কিতাব কেন লিখলেন? যখন কুরআন ও হাদীস বিদ্যমান। তবে আপনাদের ওলামাদের এ কিতাব লেখার কি প্রয়োজন ছিল? কুরআন ও হাদীস কি অপূর্ণ?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমাদের ওলামাগণ ফতুয়া লেখেন না। তারা শুধু কুরআন ও হাদীস এর উপর আমল করেন।

হানাফীঃ ভাই! আপনাদের আলেমগণ "ফতওয়ায়ে ওলামায়ে হাদীস" লিখেছেন, যা আপনার সামনেই আছে। "ফতওয়ায়ে আহলে হাদীস" লিখেছেন। "ফতওয়ায়ে সাত্তারিয়া" "ফতওয়ায়ে সানাইয়া" "ফতওয়ায়ে বারাকাতিয়্যাহ" "ফতওয়ায়ে নাযিরিয়্যাহ" ইত্যাদি লিখেছেন। বরং এই "ফতওয়ায়ে ওলামায়ে হাদীস" এ যথেষ্ট ওলামাদের ফতওয়া রয়েছে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ "ফতওয়ায়ে উলামায়ে হাদীস" তো আমাদের নিকট কোন গ্রহণযোগ্য ও সনদবিশিষ্ট কিতাব নয়।

হানাফীঃ প্রিয় ভাই! এটি শুধু জান বাচানোর বাহানা। "ফতওয়ায়ে উলামায়ে হাদীস" আপনাদের নিকট সনদবিশিষ্ট ও গ্রহণযোগ্য কিতাব। যখন এটা মুদ্রণ করা হয়েছে তখন সকলে বিভিন্নভাবে সুন্দর সুন্দর অভিমত দিয়েছেন, আপনাকে দেখাচ্ছি।

১. ৩/১৬ লেখা আছে "যা পেশ করা হয়েছে কুরআন ও হাদীস এর আলোকে পেশ করা হয়েছে।

২. সাঈদ সাহেব আমাদের দলের মুহাক্কিক বুযুর্গ ও আহলে ইলম। তিনি একাকিত্ব বরণ করেই কুরআন সুন্নাহ এর শিক্ষাকে অনেক সুন্দরভাবে মানুষের কাছে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা করেছেন।

৩. তিনি প্রশ্নের উত্তরে সঠিক কুরআন, সুন্নাহ থেকে দলিল পেশ করেছেন। ৪. লিখক মুবারকবাদ পাবার উপযুক্ত।

৫. আমরা সকল আহলে হাদীস পাঠকদের বলব, তারা যেন অবশ্যই ইহা থেকে উপকৃত হয়।

৬. যা সাধারণ মানুষের জন্য জ্ঞানের আলো প্রমাণিত হবে।

৭. ঐসকল ওলামাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করবে। ৩/১১।

৮. কোন প্রকার পরিবর্তন ব্যতীত ফতওয়াকে পেশ করা হয়েছে। ৩/১২।
৯. জহির সাহেব আল্লাহর ইহসান ও মুবারকবাদ পেশ করেছেন।
১০. প্রত্যেক লাইব্রেরীতে এমন কিতাব হওয়া অনেক জরুরী। ১৭)।
এটি দশটি।

উপরোক্ত দলিল ভালভাবে পড়ুন। বারবার দেখুন। এই সকলবাক্য থাকার পরও কি "ফতওয়ায়ে ওলামায়ে হাদীস" অগ্রহণযোগ্য ও সনদ বিশিষ্ট নয়? যে কিতাবকে গায়রে মুকাল্লিদ লোকেরা এই পরিমাণ সুন্দর করেছেন, তা আপনাদের নিকট অগ্রহনযোগ্য কেন? এই সকল দলিল বিশিষ্ট হওয়ার পরও এখনও যদি খালি মাথায় নামায পড়েন, তবে কম সে কম আপনি ওলামায়ে আহলে হাদীস এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবেন না।
গায়রে মুকাল্লিদঃ বন্ধু! আপনি আমাকে পেরেশান করে দিয়েছেন।
হানাফীঃ ভাই! দলিল ও হাকিকতের সামনে নিজের মস্তক অবনত করা উচিত। যদিও তা নিজের মতামতের বিপরীতও হয়। যদি এ কারণে পেরেশান হন যে, খালি মাথায় নামায পড়ে ভুল করেছেন তবে এই পেরেশান ও লজ্জা মুবারকবাদ। আর যদি এ জন্য পেরেশান হন যে, আমার দলিলের জয়যুক্ত হওয়া উচিত ছিল, তবে এটা অনেক বড় ভুল।

নামাযে পা অধিক ফাঁক করা

গায়রে মুকালিদঃ আপনি পা কে খুলে দাঁড়ানোর উপর প্রশ্ন করেছেন।

হানাফীঃ প্রশ্নটা শুধু মাসআলা জানার জন্য ছিল। যেহেতু আপনি বলেছেন- মন খুলে প্রশ্ন করতে।

প্রিয় ভাই! আপনি যেভাবে নামাযে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাযু উঠিয়ে, গরদান বাকা করে, পা চওড়া করে, বুকে হাত বেঁধে এবং বুককে সামনে বের করে, খালি মাথা। ইনসাফ সহকারে বলুন! যদি অমুসলিম আপনার এই ইবাদতকে দেখলে কি প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করবে যে, বান্দা তার প্রভুর সামনে দাঁড়িয়েছে না কি একজন পাহলোয়ান গর্তে নেমে নৌকা তৈরীতে ব্যস্ত?

ভাই সাহেব, মাযহাব পক্ষাবলম্বন এর জায়গায় মেহেরবানী করে চিন্তা গবেষণা করুন যে, গোলাম তার মনিবের সামনে এমনভাবে দাঁড়ানো উচিত, যে ভাবে আপনি দাড়িয়েছেন? আশা করি আপনি আমার এ কথার সাথে একমত হবেন যে, কোন ভদ্র ছেলে তার পিতার সামনে এমন ভাবে দাঁড়ানো পসন্দ করবেন না। কোন মুরিদ তার পীর সাহেবের সামনে এভাবে দাঁড়ানো পসন্দ করবেন না। তবে নিজের প্রভুর সামনে কিভাবে এমনভাবে দাঁড়ানো পসন্দ করবেন?

পূণরায় ইনসাফের দাওয়াত দিচ্ছি যে, এক পাশে সুন্নাত পালনকারী হানাফী নামাযে দাঁড়াবে, অপর দিকে গায়রে মুকাল্লিদ। তবে কাকে ভদ্র মনে হবে?

গায়রে মুকালিদঃ পা কতটুকু চওড়া রাখা উচিত?

হানাফীঃ এ প্রশ্নটা আপনার উপর যে, পা চওড়া করবে ২ ফুট নাকি ৩ ফুট? আর চওড়ার পরিমাণ হাদীসে দেখান।

গায়রে মুকালিদঃ ২/৩ ফুট এর শব্দ তো হাদীসে নেই। তবে এতটুকু শনেছি যে, নিজের পা কাঁধ পরিমাণ চওড়া করবে।

হানাফীঃ যদি আপনি সহীহ হাদীসে দেখাতে পারেন যে, পা কাঁধ পরিমাণ চওড়া করতে হবে, তবে আমি ঐ হাদীসের উপর আমল করব।

গায়রে মুকালিদঃ এটা হাদীসে নেই?

হানাফীঃ জ্বী না।

গায়রে মুকালিদঃ এটাও শুনেছি যে, পা এ পরিমাণ চওড়া কর, যা সহজভাবে দাড়ানো যায়।

হানাফীঃ এটাও হাদীসে প্রমাণিত নয়।

গায়রে মুকালিদঃ বন্ধু আপনি প্রতিটি কথা হাদীস থেকে জানতে চাইলে এত হাদীস কোথা থেকে আনব?

হানাফীঃ এ কারণে যে, আপনাদের দাবী হল, আমরা কুরআন ও হাদীসের বাইরে যায় না। প্রথমে তো অনেক বড় লম্বা চওড়া দাবী করেছিলেন যে, আমরা যে মাসআলাই গ্রহণ করি, তা শুধু কুরআন ও হাদীস থেকে গ্রহণ করি। তবে এখন বলছেন হাদীস কোথা থেকে আনবেন? তবে আপনাদের দাবী তো ভুল।

গায়রে মুকালিদঃ আমি কয়েকটি হাদীস দেখাতে পারি যে, কাঁধের সাথে কাঁধ, টাখনুর সাথে টাখনু মিলানোর হুকুম রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই দিয়েছেন।

হানাফীঃ আমার প্রিয় ভাইজান! যখন আপনি হাদীস দেখাবেন, তখন আমরা হাদীসের উপর আমল করব। হাদীসের উপর আমল করা বিজয়ী, পরাজিত নয়। কেননা সঠিক কথা মেনে নেয়া পরাজয় নয় বরং তা বিজয়ী হয়।

গায়রে মুকালিদঃ এখানে আপনার নিকটে বুখারী শরীফ আছে?

হানাফীঃ জ্বী আছে কেন?

গায়রে মুকালিদঃ বুখারী শরীফে টাখনু মিলানোর হুকুম আছে। এখন আমি মাসআলা পরিস্কারভাবে বর্ণনা দিচ্ছি।

হানাফীঃ ভাই! নিজের কথার উপর অটল থেকে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হুকুম দেখান। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কাঁধের সাথে কাঁধ, টাখনুর সাথে টাখনু মিলালে, আমাদের জন্য তা মাথার উপর।

গায়রে মুকালিদঃ তাড়াতাড়ি বুখারী শরীফ নিন।
হানাফীঃ প্রিয়! এই যে বুখারী শরীফ!
গায়রে মুকালিদঃ দেখুন! বুখারী শরীফে ইমাম বুখারী রহ. পরিচ্ছেদ কায়েম করেছেন- **باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم** কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলানো।

قال النعمان بن بشير

নুমান ইবনে বশীর রহ. বলেন। এ থেকে নিয়ে ইমাম বুখারী রহ. হাদীস বর্ণনা শুরু করেছেন।
হানাফীঃ প্রিয়! এই রেওয়ায়েতের সনদ নেই।
গায়রে মুকালিদঃ প্রথম হাদীসের সনদ তো আছে।
হানাফীঃ কিন্তু এতে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হুকুম নেই এবং তার উপর আমলও নেই। আর মজার কথা হল, টাখনুকে আরবীতে **كعب** বলে। আর আপনি মেহেরবানী করে বুখারী শরীফে **كعب** শব্দ দেখান।
গায়রে মুকালিদঃ **كعب** শব্দ তো নেই।
হানাফীঃ ভাই! এখন বুখারী শরীফ আপনার সামনে। ইমাম বুখারী রহ. কত লক্ষ হাদীসের হাফেয ছিলেন? তার নিকট টাখনু মেলানোর কোন সহীহ সনদ এর হাদীস থাকলে তিনি তা এখানে অবশ্যই আনতেন। যে পরিচ্ছেদ আপনি আমাকে দেখালেন এতে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে টাখনু মিলানোর হুকুম ও আমল কোনটাই প্রমাণিত নয়।
গায়রে মুকালিদঃ ঠিক আছে। তবে আবু দাউদ ও মুআত্তায়ে ইমাম মালেক এ আছে।
হানাফীঃ ভাই ঠিক আছে। কোন সমস্যা নেই। আবু দাউদ ও অন্য যে কোন হাদীসের কিতাব হলেও হবে। এই যে আবু দাউদ। এতে একটি হাদীস ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত যে, শয়তানের জন্য মাঝখানে কোন ফাঁকা রাখবে না। দ্বিতীয় বর্ণনা, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারে এসে কাতার ঠিক করতেন। আমাদের কাঁধ ও সিনাতে হাত লাগিয়ে সমান সমান করে দিতেন। তৃতীয় বর্ণনায় এসেছে নিকটে

নিকট হও এবং কাঁধকে কাঁধের সাথে সমান রাখ। চতুর্থ বর্ণনা, কাঁধকে কাঁধের সাথে বরাবর কর।

এ সকল বর্ণনাতে اعناق আর مناكب এর সাথে حاذوا শব্দ এসেছে। যার অর্থ সমান সমান রাখ। محاذاة এর অর্থ কাছাকাছি, পার্শ্ববর্তী, সামনা-সামনি অবস্থান, সমকক্ষ ইত্যাদি। এর অর্থ কেউ "একেবারে মিলানো" করে না। যদি حاذوا بين المناكب এর অর্থ কাঁধের সাথে কাঁধ মিলানো করেন, তবে অবশ্যই ৩ নং বর্ণনা حاذوا بين الاعناق এ এই অর্থ করতে হবে, গরদানের সাথে গরদান মিলাও। তারপরও গায়রে মুকাল্লিদও তা করে না। যেখানে কাঁধ মিলাও সেখানে গরদানও মিলাও। একটু আমার সাথে দাঁড়ান এবং গরদান এর সাথে গরদান মিলিয়ে দেখান।

গায়রে মুকালিদ: এই যে দেখুন! টাখনু শব্দও আবু দাউদের সাথে মিলে গেছে। নুমান ইবনে বশীর রহ. বলেন- আমি একজনকে দেখেছি যে সে তার পার্শ্ববর্তী ব্যাক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়েছেন। নিজের হাঁটু তার হাঁটুর সাথে মিলিয়েছেন। টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়েছেন।

হানাফী: তবে এটার উপর আমল করে দেখান যে, এই চার জিনিষ মানুষ মিলাতে পারে কি না?

গায়রে মুকালিদ: চার জিনিষ কি কি? ১. গরদানের সাথে গরদান। ২. কাঁধের সাথে কাঁধ। ৩. হাঁটুর সাথে হাঁটু। ৪. টাখনুর সাথে টাখনু। এই চারটি তো মিলবে না।

হানাফী: প্রিয়! আজই আপনার মসজিদে একটু খেয়াল করে দেখবেন, কে কে এই চারটা জিনিষ মিলিয়েছে? আপনারা তো বলেন কিন্তু আমল শুধু কাঁধের শব্দ এর সাথে আমল করেন। গরদানও মিলান না। হাটুও মিলান না। টাখনুও মিলান না। শুধু ছোট আঙ্গুলের সাথে ছোট আঙ্গুল মিলান। যার কোন হাদীস নেই।

গায়রে মুকালিদ: যখন এই চারটার উপর আমল করা অসম্ভব, তবে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম কেন দিলেন? রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এতটুকুও কি জানা ছিল না যে, আমল করা সম্ভব হবে না।

তবে হুকুম কেন দিতে গেলেন? নাউযুবিল্লাহ। শেষ কথা হল, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জ্ঞান-বুদ্ধি কি আপনার থেকে কম ছিল?

হানাফীঃ ভাই! রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোন নির্দেশ দেন নি, যা উম্মতের জন্য অসম্ভব। বাকি ঐ সকল হাদীসের যে অর্থ আপনি বুঝেছেন, তা ভুল। এ জন্য রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল আপনার করতে কঠিন হচ্ছে। যার উপর আমল অসম্ভব তা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন করতে বলবেন? রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো প্রতিটি সময় উম্মতের সহজের খেয়াল রাখতেন। কখনও বলেছেন, যদি কষ্টের ভয় না হত, তবে আমি আমার উম্মতকে প্রতি নামাযের জন্য মিসওয়াক করার হুকুম দিতাম। এশার নামায দেরী করে পড়ার হুকুম দিতাম।

কথা হল রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোন কাজের হুকুম কখনও দেন নি। যা উম্মতের করা অসম্ভব।

গায়রে মুকালিদঃ আপনার উদ্দেশ্য হল ঐ সকল হাদীসের অর্থ বুঝিনি?

হানাফীঃ জ্বী হ্যাঁ। আপনি অর্থই ভুল বুঝেছেন।

গায়রে মুকালিদঃ তবে কাঁধ, গরদান, হাঁটু, টাখনু মেলানোর অর্থ কি হবে? আমাকে বুঝিয়ে দেন।

হানাফীঃ এখনই আসল কথা বলার সময়। সর্বপ্রথম বুখারী শরীফ নিয়ে আলোচনা করি। এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল বারীতে ইবনে হজর আসকালানী রহ. লেখেন-

المراد بذالك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله

অর্থাৎ এই হুকুমের দ্বারা উদ্দেশ্য হল কাতার সোজা করা ও মাঝখানের জায়গা পূরণ করা বিষয়ে মুবালাগাহ করা।

গায়রে মুকালিদঃ ইবনে হজর তো শাফেয়ী। আর আমরা আহলে হাদীস। তার কথা আমাদের জন্য দলিল কিভাবে হবে?

হানাফীঃ কোন লোকদের কথা আপনাদের জন্য দলিল?

গায়রে মুকালিদঃ আহলে হাদীস উলামাগণ এর অর্থ যা করবে, তা আমি মেনে নিব।

হানাফী: একে তাকলীদ বলে। তাকলীদ না করার জন্য পালায়ন করেন। কিন্তু সেই তাকলীদেই নিমজ্জিত হয়ে থাকেন।

গায়রে মুকালিদ: আজ আপনার তাকলীদের পট্টি তুলে ফেলব। এ বিষয়েও কথা হবে।

হানাফী: ইনশাআল্লাহ কথা হবে।

গায়রে মুকালিদ: ঠিক আছে। তবে কাঁধ, টাঁখনু ও হাঁটু মিলানোর "ব্যাখ্যা" উলামায়ে আহলে হাদীস কি করেছেন? দেখান! মনে হয় এ বিষয়ে আপনার নিকট উলামায়ে আহলে হাদীসের কোন কিতাব এই মাসআলা সংক্রান্ত নেই।

হানাফী: ভাই সাহেব! আপনার সাথে যে ওয়াদা করেছি, অবশ্যই পূর্ণ করব। এ বিষয়ে উলামায়ে আহলে হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ দেখাব। কিন্তু প্রশ্ন হল আপনি কি তা মানবেন?

গায়রে মুকালিদ: কেন মানব না? তারা তো কুরআন ও হাদীস থেকেই বলেন।

হানাফী: এই যে আমার হাতে "ফাতওয়ায়ে উলামায়ে হাদীস" তার পূর্ণ ইবারাত দেখাচ্ছি। দেখুন ৩/২০,২১।

"টাঁখনু দ্বারা কি টাঁখনু উদ্দেশ্য না কি পা? তবে সঠিক হল এটি যে, "পা"। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত পা কে বাকা করা হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত টাঁখনুর সাথে টাঁখনু মিলবে না। তবে পা কে বাকা করে দাঁড়াতে হবে। এতে কয়েকটি খারাবিও রয়েছে।

১. অনেক্ষণ পর্যন্ত এভাবে দাঁড়ানো কঠিন।

২. আঙ্গুল কিবলার দিকে থাকবে না।

৩. বারবার নাড়া পড়বে, যাতে করে নামাযে খুশু খুযু থাকবে না।

৪. এ জাতীয় অনেক ক্ষতি রয়েছে, এ জন্য টাঁখনু দ্বারা টাঁখনু উদ্দেশ্য হবে না। বরং পা উদ্দেশ্য। কিছু লোক পা কে অতিরিক্ত চওড়া করে দাঁড়ায়। যার দ্বারা কাঁধ মিলে না। এটি ভুল।"

গায়রে মুকালিদ: ভাল এটা তো আমাদের সত্যায়িত কিতাব। যা নিয়ে পূর্বে আমাকে অনেক কিছুই বলেছেন। ইহা ব্যতীত কি আমাদের কোন আহলে হাদীস আলেম কিছু বলেছেন?

হানাফীঃ জ্বী হ্যাঁ! সেটাও আপনাকে দেখাচ্ছি। এই যে আমার হাতে মাওলানা খালেদ গিরজাখীর "সালাতুন নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম"। এ কিতাবের ১৫০ নং পৃষ্টা দেখুন। লিখেছেন-

কিছু মানুষ টাঁখনুর সাথে টাঁখনু মেলাতে অনেক চেষ্টা করে। এমনকি পা বাকা হয়ে যায়, পা সোজা করার জায়গায় পায়ের মাথা সংকীর্ণ করে। আর পিছন থেকে খুলে রাখে। এটাও ভুল। হাদীসের শব্দ الكعب بالكعب। والمنكب بالمنكب তাই এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল যে, শুধু কাতার সোজা করার জন্য টাখনু ও কাঁধ বরাবর করতে বলেছেন।

এখানে باء (বা) বরাবর এর জন্য, মিলানোর জন্য নয়। নতুবা আমরা যেভাবে পায়ের সাথে পা মিলায়, ঐ রকমভাবে কাঁধের সাথে কাঁধ মিলাতে হবে। অথচ কাঁধের সাথে কাঁধ মিলানো যায় না। এখানে শুধু উদ্দেশ্য হল কাতার সোজা করা। কাঁধের সাথে কাঁধ এবং টাখনুর সাথে টাখনু সমান করা।

গিরজাখী সাহেবের এ কথা দ্বারা কয়েকটি কথা প্রমাণিত হয়।

১. টাখনুর সাথে টাখনু মিলানো কষ্ট।

২. পায়ের আকৃতি পরিবর্তন করা।

৩. পায়ের মাথা সংকীর্ণ এবং পিছন থেকে খোলা রাখা।

৪. আহলে হাদীস হাদীসের সঠিক অর্থ বুঝে নি।

৫. হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য কাতার সোজা রাখা।

৬. হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য কাঁধ এবং টাখনু বরাবর রাখা।

৭. এখানে باء বরাবর এর জন্য।

৮. এখানে باء মিলানোর জন্য নয়।

৯. কাঁধ কখনও মিল হতে পারে না।

১০. যত আহলে হাদীস টাখনু মিলায় তারা নিজেদের পায়ের আকৃতি পরিবর্তন করে।

ইহা দশটি।

গায়রে মুকালিদঃ ইহা ব্যতীত কোন কিতাব আছে?

হানাফীঃ জ্বী হ্যাঁ! খাজা মুহাম্মাদ কাসেম গোজরানাওয়ালা গায়রে মুকাল্লিদের কিতাব "ক্বাদ ক্বামাতিস সালাহ"। এটাতেও অপনার জন্য হৃদয়ে বিশ্বাস ও কোমলতা আনতে পারে।

খাজা সাহেব লেখেন-

কিছু মানুষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত পা ফাঁক রাখে। যার ফলাফল এটা হয় যে, পা মিলে, কাঁধ মিলে না। ১৩৭ পৃষ্টা।

টাখনু মেলানোর বর্ণনাতে "যাকারিয়া ইবনে আবী যায়েদাহ" যিনি মুদাল্লিস। তিনি عن দ্বারা বর্ণনা করেছেন ১৩৬ পৃষ্টা।

এখন আপনাদের উলামায়ে কেরাম টাঁখনুর বর্ণনাকে মানেন না। এ ব্যাপারে আপনার কি ফয়সালা?

গায়রে মুকালিদঃ আমার ফয়সালাও ঐটা যা আমাদের উলামায়ে কেরামের ফয়সালা। নিশ্চয় তারা আমার থেকে অধিক ইলমের অধিকারী এবং ভুলও বলেন না। তাই আমিও কেন তাদের কথা মেনে নিব না?

হানাফীঃ এটা কি তাকলীদ নয়?

তাকলীদ

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনারা তাকলীদ করেন, এটা শিরক। শিরক থেকে প্রতিটি মুসলমানের বেঁচে থাকা আবশ্যক। কেননা মুশরিক জান্নাতে যেতে পারবে না।

হানাফীঃ প্রিয় জ্বী! প্রথমে শিরকের সংজ্ঞা বলুন। তারপর তাকলীদের উপর শিরকের সংজ্ঞা ব্যবহার করে দেখান।

গায়রে মুকাল্লিদঃ শিরকের সংজ্ঞা হলো, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, চাই তা সত্ত্বাগত হোক বা বৈশিষ্টগত হোক বা ইলম তথা জ্ঞানগত হোক।

হানাফীঃ ভাইজান! তাকলীদের সংজ্ঞা বলুন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ তাকলীদের সংজ্ঞা হলো, কোন উম্মতের কথা দলিলবিহীন মেনে নেওয়া।

হানাফীঃ আপনি এ সংজ্ঞাটি কোন হাদীস থেকে করলেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ কোন হাদীস থেকে গ্রহণ করিনি। আর তাকলীদের সংজ্ঞাও হাদীসে নেই। বরং আমরা উলামায়ে কেরাম থেকে এমনি শুনেছি।

হানাফীঃ আপনি কি এই সংজ্ঞার তাসদীক তথা বিশ্বাস করেছিলেন না কি ঐরকমই মেনে নিয়েছিলেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ যখন উলামায়ে কেরাম বয়ান করেন, বক্তব্য প্রদান করেন, তখন কি তাদের ওয়াযে বা বক্তব্যের মাঝে উঠে উঠে প্রত্যেক মাসআলা কোন হাদীস থেকে প্রমাণিত, তা কি প্রশ্ন করা যায়? বরং তা এমনিভাবেই মেনে নিতে হয়।

হানাফীঃ যখন আপনি তাকলীদের সংজ্ঞা শুনে আপনার উলামায়ে কেরামের উপর বিশ্বাস করে সংজ্ঞা মেনে নিলেন। আর তা কোন কিতাবে দেখলেন না। এটি হল তাকলীদ। আপনারা আপনাদের হুজুরদের তাকলীদ করেন। আর আমরা ইমামে আযম আবু হানীফা রহ. এর তাকলীদ করি। এখন প্রশ্ন হল, কিভাবে তাকলীদ শিরক হল?

গায়রে মুকাল্লিদঃ একটু দয়া করে আপনিও তাকলীদের সংজ্ঞা বলুন।

হানাফীঃ তাকলীদ হল, কোন শরীয়ত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির মাধ্যমে শরীয়তের উপর আমল করা।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনার সংজ্ঞা ভুল। বরং তাকলীদ হলো, পাট্টা দেওয়া, হার দেওয়া। আর প্রাণীর গলায় পাট্টা তথা হার দেওয়া হয়।

হানাফীঃ ভাই প্রথমে আপনি আমাদের উপর শিরকের ফতওয়া দিলেন। এখন প্রাণী বলছেন। লজ্জাও করে না? তাকলীদ অর্থ পাট্টা দেওয়া কোথায় আছে?

গায়রে মুকাল্লিদঃ তাকলীদ শব্দ **قلادة** (কালাদাহ) শব্দ থেকে। আর **قلادة** (কালাদাহ) এর অর্থ পাট্টা। আর প্রাণীর গলায় পাট্টা দেওয়া হয়।

হানাফীঃ **قلادة** (কালাদাহ) শব্দের দু'টি অর্থ। এক মানুষ সম্পর্কে ব্যবহার হলে, হার। আর প্রাণীর সম্পর্কে ব্যবহার হলে, পাট্টা। আমরা মানুষ তাই অর্থ হল হার, পাট্টা উদ্দেশ্য নেই।

গায়রে মুকাল্লিদঃ **قلادة** (কালাদাহ) শব্দের অর্থ হার, এটা কোন হাদীস থেকে প্রমাণ করুন।

হানাফীঃ যখন আমি তাকলীদের সংজ্ঞার জন্য হাদীস চেয়েছিলাম তখন ঘাবড়িয়ে গেছিলেন, হতবুদ্ধি হয়েছিলেন, চিন্তান্বিত হয়েছিলেন। আর আমি কালাদাহ এর অর্থ হার বলার সাথে সাথে হাদীস শরীফ চাচ্ছেন? আপনার চাওয়া পূর্ণ করছি। এই নিন দলিল। হাদীস শরীফে এসেছে, **عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً** হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি এক সময় (তার বোন) আসমা রাযি. এর হার ধার করে নিয়ে গিয়েছিলেন। বুখারী শরীফ ১/৪৮ হা. ৩৩৬। তায়াম্মুম অধ্যায়, পানি ও

মাটি না পাওয়া গেলে পরিচ্ছেদ। মুসলিম শরীফ ১/১৬০ হা. ৮৪৩ হায়েয অধ্যায়, তায়াম্মুম পরিচ্ছেদ।

দেখুন, আপনার জবরদস্তি দাবী পূর্ণ হয়ে গেল। তাই আমি এ কথা বলতে পারি যে, কালাদাহ বা তাকলীদ ঐ হার কে বলে, যা কারো সৌন্দর্যকে দিগুণ করে দেয়, তাকে ঔজ্জ্বল্য করে দেয়, তার সুশ্রীকে আলোকিত করে দেয়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ তাকলীদের দ্বিতীয় অর্থ কি?

হানাফীঃ পাট্টা দেওয়া। এ অর্থ তখন করা হয় যখন প্রাণীর দিকে এর নিসবত তথা সম্পর্ক হয়। আর যখন মানুষের দিকে করা হয়, তখন হার অর্থই উদ্দেশ্য হয়। এখন পসন্দ নিজের নিজের। আপনি প্রাণীর অর্থ পসন্দ করবেন, না কি মানুষের অর্থ পসন্দ করবেন? আমরা কিন্তু মানুষ। ঐ অর্থই পসন্দ করবেন যেটা মানুষ সম্পর্কীয়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আচ্ছা আসুন! যখন পরিপূর্ণভাবে কুরআন হাদীসে সব রয়েছে, তা সত্ত্বেও কেন ইমামের তাকলীদ করেন? কুরআন হাদীস থাকা সত্ত্বেও কি অন্য জিনিষের প্রয়োজন বাকি থেকে যায়? আপনারা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ছেড়ে দিয়ে ইমামের পিছনে লেগে আছেন। অথচ যার কথা দ্বীন নয়, না তার কথা মান্য করার জন্য সওয়াব পাওয়া যাবে, না তার কথা ছেড়ে দিলে গোনাহ হবে।

দেখুন! আমরা শুধু ঐ ইমামের কথা মানি, যার অনুসরণের হুকুম আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তার কথা মান্য করলে প্রতিদান ও সওয়াব পাওয়া যায়। আর অস্বীকার করলে, না মানলে কুফুরী ও গোনাহ হয়।

হানাফীঃ আমার ভাই! আপনি এরেকটি অপবাদ দিলেন যে, আমরা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ছেড়ে দিয়ে ফিকহ মানি। আপনি আহনাফের (মাওফিক) জ্ঞান, অবস্থান ও উদ্দেশ্য বুঝেন নি। যদি বুঝতেন, তবে এমন অপবাদ দিতেন না।

গায়রে মুকাল্লিদঃ তবে তা ছাড়া আপনাদের কি উদ্দেশ্য? আমাকে একটু বুঝান।

হানাফীঃ প্রিয়! আমাদের অর্থাৎ আহনাফ সর্বপ্রথম কুরআন দেখেন। যদি কুরআন শরীফে পেয়ে যায়, তবে আলহামদুলিল্লাহ! আর কুরআনে না পেলে হাদীসে দেখেন। যদি হাদীসে পেয়ে যায়, তবে ঠিক আছে। আর যদি কুরআন ও হাদীসে না পায়, তবে ইজমাতে দেখেন। যদি ইজমাতে না পাওয়া যায়, তবে ফিকহ দেখেন। অর্থাৎ কিয়াসে শরয়ী থেকে মাসআলার সমাধান করেন। ফিকহ তো চার নম্বরে। আর হ্যাঁ, হাদীস যয়ীফ হলেও তা উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ হবে। কিয়াসের হবে না।

গায়রে মুকাল্লিদঃ কুরআন হাদীস কি ফিকহ ব্যতিত সম্পূর্ণ না কি অসম্পূর্ণ? যদি সম্পূর্ণ হয়, তবে ফিকহের কি প্রয়োজন? যা উম্মতগণ লিখেছেন। আর যদি অসম্পূর্ণ হয়, তবে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনকে অসম্পূর্ণ করে ছেড়ে গিয়েছেন?

হানাফীঃ আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি এই প্রশ্ন আপনি কোত্থেকে শিখেছেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ উলামায়ে কেরাম থেকে।

হানাফীঃ অসম্ভব! কক্ষনো নয়। এ প্রশ্ন মুনকিরীনে হাদীস তথা হাদীস অস্বীকারকারীগণের, যা তারা হাদীস সম্পর্কে মুসলমানের উপর করেছিল যে, কুরআন হাদীস শরীফ ব্যতিত সম্পূর্ণ না অসম্পূর্ণ? যদি কুরআন (যা সৃষ্টিকর্তার কথা। এবং সন্দেহমুক্তও বটে। এবং তার হেফাযত ও সংরক্ষণও আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিয়েছেন।) সম্পূর্ণ হয়, তবে হাদীস মাখলূক তথা সৃষ্টিজীবের কথা সন্দেহযুক্তও বটে। এবং এর হেফাযত ও সংরক্ষণও আল্লাহ তা'আলা নেন নি। তবে আল্লাহ তা'আলার কথা থাকতে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা কেন মানা হবে? (খালেকের) সৃষ্টিকর্তার কথা থাকতে (মাখলুকের) সৃষ্টিজীবের কথা কেন মান্য করা হয়? সন্দেহমুক্ত কিতাব থাকতে ধারণাযুক্ত হাদীস খবরে ওয়াহেদ কেন মানা হয়? সংরক্ষিত কথা থাকতে অসংরক্ষিত হাদীস, যা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েক শতাব্দি পর লেখা হয়েছে, তা কেন মান্য করা হবে? মানা হবে?

গায়রে মুকাল্লিদঃ মুনকিরীনে হাদীস তথা হাদীস অস্বীকারকারীগণের এ প্রশ্ন ভুল। কেননা হাদীস কুরআনের খেলাফ তথা কুরআন বিরোধী বা কুরআনের বিপরীত নয়। বরং এটা কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ।

হানাফীঃ তবে প্রিয়! যেভাবে মুনকিরীনে হাদীস তথা হাদীস অস্বীকারকারীগণের হাদীসের বিপরীত প্রশ্ন ভুল! তেমনিভাবে ফিকহের বিপরীতে আপনার প্রশ্নও ভুল। যেভাবে হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। হুবাহু ফিকহ কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। কুরআনের ব্যাখ্যা যখন রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করেন, তাকে হাদীস বলে। আর যখন ইমাম, ফকীহ, মুজতাহিদ কুরআন ও হাদীসকে নিজের শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করেন, তখন তাকে ফিকহ বলে। ফিকহ কুরআন হাদীস ছেড়ে নতুন কোন জিনিস নয়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ যদি ফিকহের প্রত্যেক মাসআলা কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা হয়, তবে ফিকহের প্রতিটি মাসআলা হাদীস থেকে পাওয়া যাওয়া উচিত। অর্থাৎ ফিকহের প্রতিটি জুয তথা শাখাগত মাসআলা হয়ত কুরআনের কোন আয়াতের অনুবাদ হওয়া উচিত বা কোন হাদীসের। তখনই আমরা মানতে পারি যে, বাস্তবেই ফিকহ কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। এমন নয় কি?

হানাফীঃ এটা আবশ্যক নয় যে, ফিকহের প্রতিটি জুয তথা শাখাগত মাসআলা কুরআনের আয়াত বা হাদীস হওয়া।

গায়রে মুকাল্লিদঃ তবে ব্যাখ্যা কিভাবে?

হানাফীঃ আপনি ব্যাখ্যার অর্থও বুঝেন না। আপনিও মানেন যে, হাদীস শরীফ কুরআনের ব্যাখ্যা। কিন্তু মিশকাত, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ এর প্রতিটি হাদীস আপনি কুরআন থেকে প্রমাণ করতে পারবেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ এটা তো অনেক কঠিন বরং অসম্ভব।

হানাফীঃ তবে যেভাবে প্রত্যেক হাদীস কুরআনের আয়াত থেকে প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের তাফসীর তথা ব্যাখ্যা হতে পারে। ঐরকমভাবে ফিকহের প্রতিটি জুয তথা শাখাগত মাসআলা কুরআন ও হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ না হওয়া সত্ত্বেও তার তাশরীহ তথা ব্যাখ্যা

হতে পারে। যার ব্যাখ্যা করা হয়, তাশরীহ সর্বদা তার থেকে একটু অতিরিক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করল যে, কুরআন কি? একটু ভেবে চিন্তে বলবেন যে কুরআন কি? তখন যিনি বুঝাচ্ছেন তিনি এমন ব্যাখ্যা করবেন যে, এটা এমন একটি কিতাব যা রাসূল হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহ তা’আলা নাযিল ও অবতীর্ণ করেছেন। এ কিতাবে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। সন্দেহমুক্ত একটি কিতাব। তবে দেখুন যার ব্যাখ্যা করা হল, তা কুরআন শব্দটি। আর তার ব্যাখ্যাই অনেক কথা, শুধু কথা বুঝানোর জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর কখনো কখনো অধিক ব্যাখ্যার জন্য উদাহরণ দেয়া লাগে। যদি কেউ বলে ব্যাখ্যার প্রত্যেক শব্দ আমাকে ওখানে দেখাও, যার ব্যাখ্যা করা হল। তবে এটা তার কম বুদ্ধির পরিচয় হবে। এ জন্য যেভাবে প্রত্যেক হাদীসের প্রমাণ কুরআন থেকে চাওয়া কম বুদ্ধির পরিচয়। হুবাহু ঐ রকমভাবে প্রত্যেক ফিকহের শাখাগত মাসআলার প্রমাণ হাদীস থেকে চাওয়াও বুদ্ধির অনেক অভাব ও বোকামী।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমরা ফিকহ না মানার এটাও একটা কারণ যে, ফিকহে মতভেদ। অর্থাৎ আমরা এ জন্য ফিকহ মানি না যে, ফিকহের মাসআলার মধ্যে অনেক বড় এখতেলাফ তথা মতভেদ আছে।

হানাফীঃ প্রিয় ভাই! হয়তো আপনি চুরির ঠিকাদারী নিয়ে রেখেছেন। এ প্রশ্নটাও মুনকিরীনে হাদীস তথা হাদীস অস্বীকারকারীদের। তারা বলেছিল যে, আমরা হাদীস এ জন্য মানিনা যে, হাদীসে এখতেলাফ তথা মতভেদ রয়েছে। শিয়াগণ বলে, আমরা সাহাবায়ে কেরাম রাযি. কে মানিনা। কেননা তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। পাদরীগণ বলতো, আমরা কুরআন মানিনা। কেননা সেখানে কেরাতের এখতেলাফ তথা মতভেদ রয়েছে। আর জনাব! আপনাদের কথা হল, আমরা ফিকহ এজন্য মানিনা যে, সেখানে এখতেলাফ তথা মতভেদ রয়েছে। এটা আপনার কোন নতুন কলি (প্রস্ফুটিত পাপড়ি) নয়। এরকম প্রশ্ন পাদরীগণের। বিভিন্ন প্রকারের আয়াত রয়েছে। মুহকামাত, মুতাশাবাহাত। তারা বলত, মুহকামাত অনুসরণ কর। আর মুতাশাবাহাত অনুসরণ করিওনা, তার পিছে পড়িও না। তারা বলেছিল, যাদের অন্তর টেরা (বক্র), তারাই এর অনুসরণ ও

পিছে পড়বে। আর ভাই! আপনার প্রশ্নের জন্য শুধুমাত্র বিরল কথা অগ্রহণযোগ্য কথা পেয়েছেন যে, আমরা ফিকহে হানাফী মানিনা। প্রশ্ন থাকলে ফিকহে হানাফির উপর করে দেখান।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনি আমার অর্ধেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আমি বলতেছিলাম যে, ফিকহের প্রতিটি মাসআলার সাথে এটা লেখা আছে কি কোনটা গ্রহণযোগ্য আর কোনটা অগ্রহণযোগ্য?

হানাফীঃ কুরআনের আয়াতে যেমন আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক আয়াতে এমন বলেন নি যে, কোন আয়াতটি মুহকামাত আর কোনটি মুতাশাবাহাত। ঐরকম ভাবে হাদীসের মধ্যে বলা হয়নি যে, কোনটি সহীহ কোনটি সহীহ নয়। ঐরকমভাবে ফিকহের প্রতিটি মাসআলায় এটা বলা হয় নি যে, কোনটি গ্রহণযোগ্য, আর কোন গ্রহণযোগ্য নয়। যাহোক যেভাবে উলামায়ে কেরাম আয়াত ও হাদীসের ফয়সালা করেছেন। তেমনিভাবে ফিকহের ফয়সালাও ফিকহ গবেষকগণ বলেছেন যে, কোনটি গ্রহণযোগ্য, আর কোনটি অগ্রহণযোগ্য।

গায়রে মুকাল্লিদঃ হাদীস, সহীহ কি সহীহ নয়? নাসেখ কি মানসুখ। তা কিভাবে বুঝা যায়?

হানাফীঃ যেমন যে টাকার নোট মানসুখ তথা বাতিল হয়েছে। তাতে লেখা থাকেনা যে, এ একশত টাকা মানসুখ তথা বাতিল, ব্রান্ড হয়ে গিয়েছে। তা মানসুখ তথা ব্রান্ড হওয়ার আলামত হল যে, তা বাজারে চলবে না, অচল। হাদীস মানসূখ হওয়ার আলামত খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে জানা যায়। যদি খায়রুল কুরূন তথা সাহাবা, তাবেয়ী, তাবয়ে তাবেয়ী যুগে আমল হয়, তবে তা সহীহ এবং আমলযোগ্য হবে। আর যদি খায়রুল কুরূন তথা সাহাবা, তাবেয়ী, তাবয়ে তাবেয়ী যুগে আমল না হয়, তবে তা মানসূখ, রহিত হওয়া বুঝা যাবে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আচ্ছা! আপনারা হানাফী কেন বলেন? মুহাম্মাদী কেন বলেন না? আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে, আপনি কি হানাফী না কি মুহাম্মাদী?

হানাফীঃ আজ তো আপনি ওয়াহাবীদের তরজুমানী করতে সুস্থ মস্তিস্কে ভালই বলে ফেললেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ সেটা কিভাবে?

হানাফীঃ আপনার এ প্রশ্নটা এমন যে, আপনাকে প্রশ্ন করা হল, আজকে শনিবার না কি জানুয়ারী? আজ বুধবার না কি ফেব্রুয়ারী? তখন প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই পেরেশান হয়ে যাবেন। কেননা শনিবার ও জানুয়ারী এর মধ্যে যদি কোন বৈপরীত্য হত, তবে এ জাতীয় প্রশ্ন হতে পারত। যেখানে আজ শনিবার ও জানুয়ারী হতে পারে, সেখানে এ দু'টির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। বরং প্রশ্ন এমন হওয়া উচিত ছিল যে, আজ শনিবার না কি রবিবার? এটা জানুয়ারী না কি ফেব্রুয়ারী মাস? দিনের বিপরীতে দিন, মাসের বিপরীতে মাস। আমিও আপনাকে এ জাতীয় প্রশ্ন করতে পারি যে, আপনি গায়রে মুকাল্লিদ না কি মানুষ? আপনি আহলে হাদীস না কি মানুষ? আপনি পাকিস্তানী না কি পাঞ্জাবী? যেমনভাবে এ জাতীয় প্রশ্ন আপনার খেয়ালে ভুল। সেভাবে হানাফী না কি মুহাম্মাদী বলাটাও একেবারেই ভুল। যদি আপনার প্রশ্ন সঠিক হয়, তবে পূর্বে উল্লেখিত তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনি আহলে হাদীস না কি মানুষ? তবে পরিশেষে আপনি এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর গালী ব্যতিত কি দিবেন?

এখন শুনুন! যদি কেউ বলে তুমি নিজেকে পাকিস্তানী না বলে পাঞ্জাবী বা লাহোরী বল? তবে আমরা তাকে বলব, আমরা পাকিস্তানী বলব অন্য দেশের বিপরীতে। আর পাঞ্জাবী বলব সিন্ধি ও বেলুচিদের বিপরীতে। ঐরকমভাবে যখন অমুসলিম প্রশ্ন করবে যে, আপনি কে? তখন আমরা বলব যে, আমরা মুহাম্মাদী ও মুসলিম। অর্থাৎ মুহাম্মাদী ও মুসলিম অমুসলিমের বিপরীতে হবে। আর হানাফী তো শাফেয়ী মালেকী ইত্যাদিদের বিপরীতে বলব। আপনিও মানেন যে, আপনাকে পাঞ্জাবী বলার কারণে পাকিস্তানী হওয়াকে অস্বীকার করা নয়। আহলে হাদীস বলার সাথে সাথে মানুষ হওয়ার অস্বীকার করা নয়। তবে হানাফী বলার দ্বারা মুহাম্মাদী হওয়ার অস্বীকার কিভাবে হবে?

গায়রে মুকাল্লিদঃ উম্মতের কথা মানতে হবে, না কি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মানতে হবে?

হানাফীঃ যদি উম্মতের কথা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার বিপরীত হয়, তবে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাই মানতে

হবে। আর যদি উম্মতের কথা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার বিপরীত না হয়, তবে শুধুমাত্র মেনে নেওয়া হয়, তবে তার চিকিৎসা আপনি নিজেই ঠিক করবেন। এর সুন্দর একটি ব্যাখ্যা হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. করেছেন।

লক্ষ করুন-

ما اقتدينا بامامنا الا لعلمنا انه اعلم منا بكتاب الله وسنة رسوله.

আমরা তো ইমামের অনুসরণ শুধু এজন্য করি যে, তিনি আমাদের থেকে কুরআন ও সুন্নাতে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বেশি জানেন। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা)

মুনকিরীনে হাদীস তথা হাদীস অস্বীকারকারীগণও এমন বলে যে, আল্লাহর কথা মানা উচিত না কি মানুষের? উত্তর প্রদানকারী নিঃসন্দেহে বলবে যে, আল্লাহর কথাই মান্য করা উচিত। যখন এ কথা বলা হয়, তখন সাথে সাথে বলে যে, বুখারী শরীফ বান্দার কিতাব, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ মানুষের বানানো বই। আল্লাহর কিতাব শুধুমাত্র কুরআন। এটাকে মান ও তার উপর আমল কর। মানুষের কিতাব ছেড়ে দাও। ভাই! মুনকিরীনে হাদীসে (হাদীস অস্বীকারকারীগণ) এর পদ্ধতি আপনারা নিজেদের করে নিয়েছেন। তারা সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টিজীবের চক্কর দিয়ে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ছাড়িয়েছে। আপনারা নবী ও উম্মতের চক্কর দিয়ে ফুকাহায়ে কেরামকে ছাড়িয়েছেন। এ প্রশ্নটাও তাদের থেকে চুরি করা। আপনারা আপনাদেরকে আহলে হাদীস বলেন। মুনকিরে হাদীস তথা হাদীস অস্বীকারকারীগণও তারা নিজেদেরকে আহলে কুরআন বলে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ শুধু এবং শুধুমাত্র রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে হবে। কোন উম্মতের নয়। আপনারা তো ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ফিকহ মানেন।

হানাফীঃ আমরা একমাত্র রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই অনুসরণ করি। তবে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর পথপ্রদর্শনের মাধ্যমে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ পথপ্রদর্শনের মাধ্যমে কিভাবে? ইমামের পথপ্রদর্শন ব্যতিত কি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ হতে পারে না?

হানাফীঃ জ্বী! না। দেখুন এর উদাহরণ এমন যে, জামাতে ইমাম একজন হয়, বাকী সকলে মুক্তাদি হয়। ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বলে, মুক্তাদিও বলে। কিন্তু ইমামের পরে এবং ইমামের অনুসরণে। ইমাম মুক্তাদি দু'জনেরই তাহরীমা আল্লাহর জন্যই হয়। ইমাম কিয়াম করে, মুক্তাদিও কিয়াম করে। দু'জনেরই কিয়াম আল্লাহর জন্যই হয়। কিন্তু মুক্তাদির কিয়াম ইমামের অনুসরণে হয়। ইমাম রুকু করে, মুক্তাদিও রুকু করে। দু'জনেরই রুকু আল্লাহর জন্য হয়। কিন্তু মুক্তাদির রুকু ইমামের অনুসরণেই হয়। ইমাম সিজদা করে, মুক্তাদিও সিজদা করে। দু'জনেরই সিজদা আল্লাহর জন্য। কিন্তু মুক্তাদির সিজদা ইমামের পিছে পিছে এবং ইমামের অনুসরণেই হয়। ইমাম রুকু ও সিজদা থেকে মাথা উঠায়, মুক্তাদিও উঠায়। কিন্তু ইমামের পরে এবং ইমামের অনুসরণে। ঐরকমভাবে তাশাহহুদেও।

উদ্দেশ্য হল যে, জামাতে নামায আদায়কালে ইমাম নামাযের আহকাম আদায় কওে, মুক্তাদিও করে। কিন্তু মুক্তাদির প্রতিটি আমল ইমামের পিছনে হয়, আগে হয় না। যদি আগে হয়, তবে হাদীস অনুযায়ী গাঁধা হয়ে যাবে। এখন যদি কোন অমুসলিম বলে যে,

ইমামের তাহরীমা আল্লাহর জন্য, মুক্তাদির তাহরীমা ইমামের জন্য।

ইমামের কিয়াম আল্লাহর জন্য, মুক্তাদির কিয়াম ইমামের জন্য।

ইমামের রুকু আল্লাহর জন্য, মুক্তাদির রুকু ইমামের জন্য।

ইমামের সিজদা আল্লাহর জন্য, মুক্তাদির সিজদা ইমামের জন্য।

ইমামের কিয়াম ও জলসা আল্লাহর জন্য, মুক্তাদির কিয়াম ও জলসা ইমামের জন্য।

ইমামের তাশাহহুদ আল্লাহর জন্য, মুক্তাদির তাশাহহুদ ইমামের জন্য।

ইমামের সালাম আল্লাহর জন্য, মুক্তাদির সালাম ইমামের জন্য।

অর্থাৎ এটা বলা যে, ইমাম সবকিছু আল্লাহর জন্য করে, আর মুক্তাদি ইমামের জন্য করে। এটা নিঃসন্দেহে একেবারেই ভুল।

এ ধারণা ঐ অমুসলিমের মুক্তাদির অনুসরণে হয়েছে যে, মুক্তাদি যে আমল করছে, তা ইমামের পিছনেই করছে, তবে হয়তো এ ইবাদত ইমামেরই হচ্ছে। অথচ ঐ লোকটি আল্লাহর ইবাদত করছিল। ইমামের

অনুসরণে আমরা হানাফীও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করছি। কিন্তু ইমামের পথপ্রদর্শনে গায়রে মুকাল্লিদও অপবাদ লাগিয়ে দিল যে, হয়ত রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোকাবালায় ইমাম আবু হানীফা রহ. এর কথা মানে। এটি হয়ত ঐ অমুসলিমের মত ভুলে আছে, অথবা জেনে মুর্খ সেজে এমনটা বলছে।

আমরা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মানি। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ. এর পথপ্রদর্শনের মাধ্যমে।

আমরা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত মানি। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ. এর অনুসরণ ও তার পথপ্রদর্শনের মাধ্যমে।

আমরা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের পদ্ধতিতেই নামায পড়ি। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ. এর পথপ্রদর্শনের মাধ্যমে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ তারপরও মাঝখানে ইমামের কথা এসে গেল। খালেস রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মানা হল না।

হানাফীঃ আমার প্রিয় ভাই! যখনই কোন হাদীস আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, তা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতের মাধ্যমেই পৌঁছেছে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমি তো সরাসরি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মানি। উম্মত শুম্মতকে মানি না।

হানাফীঃ একথার অর্থ হলো, আপনি সাহাবী হওয়ার দাবীদার।

গায়রে মুকাল্লিদঃ সাহাবী হওয়ার দাবীদার নই। আমার তো রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চৌদ্দশত বছর পর জন্ম হয়েছে।

হানাফীঃ যখন আপনি চৌদ্দশত বছর পর জন্ম নিয়েছেন। তবে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমান, হুকুম আপনার পর্যন্ত কে পৌঁছালো?

গায়রে মুকাল্লিদঃ মুহাদ্দিসগণে।

হানাফীঃ মুহাদ্দিসগণ তো উম্মত ছিলেন। মুহাদ্দিসগণ কোন নবী ছিলেন? কথা ঘুরতে ঘুরাতে উম্মত শুম্মতের উপর এসে গেছে। কিন্তু বুখারী শরীফ বা হাদীসের যত কিতাব আছে, সেখানে হাদীসের পূর্বে সনদ আছে।

নামের যে কাতার আছে, তাকে সনদ বলে। আর সনদের সকলেই উম্মত। আর উম্মতকে মাধ্যম বানানো লাগে। অতঃপর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস পাওয়া যায়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনারা ইমাম আবু হানীফা রহ. এর কথা কেন গ্রহণ করেন? অন্য ইমামের কথা কেন মানেন না?

হানাফীঃ আমরা যদি অন্য ইমামের কথা মানি তখন আপনারা শিরক বলেন। কেননা আপনাদের কাছে তাকলীদ তথা অনুসরণ শিরক।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনারা চারজন ইমামের কথাই মানেন। শুধুমাত্র ইমাম আবু হানীফা রহ. এর কথা কেন মানেন?

হানাফীঃ যদি ইমাম আবু হানীফা রহ. এর তাকলীদ তথা অনুসরণ শিরক হয়, তবে চারজনের তাকলীদ তথা অনুসরণ তো বহুত বড় শিরক বরং চারগুণ বড় শিরক হবে। আমাকে শিরক থেকে বের করতে করতে বড় শিরকেই লিপ্ত করতে চলেছেন। যদি একটি মূর্তিকে সিজদা করা হারাম হয়, তবে চারটি মূর্তিকে সিজদা করা কিভাবে তাওহীদ হবে? ওহ হো! তবে আপনার কথা হল, একজন ইমাম অনুসরণ করা শিরক। আর চারজনের কথা অনুসরণ করা তাওহীদ?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনারা ইমাম আবু হানীফা রহ. এর কথাকে কেন প্রাধান্য দেন?

হানাফীঃ আরে ভাই! এজন্য যে, অন্য ইমামের তুলনায় ইমাম আবু হানীফা রহ. রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতিনিকটে। যামানা হিসেবে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- **خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ**

সবেচে উত্তম যামানা হল, আমার (অর্থাৎ নবী ও সাহাবীগণের) যামানা। তারপর তাবেয়ীনের। তারপর তাবয়ে তাবেয়ীনের। তবে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতিনিকটে ইমাম আবু হানীফা রহ.। আমরা তার কথা প্রাধান্য দেয়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনারা সাহাবীদের কেন তাকলীদ করেন না?

হানাফী: যদি তাকলীদ শিরক হয়, তবে সাহাবীদের তাকলীদও শিরক হবে। এটা কেমন যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. এর তাকলীদ শিরক, আর সাহাবীদের তাকলীদ তাওহীদ?

গায়রে মুকাল্লিদ: সাহাবায়ে কেরামের মাসআলার কিতাব কেন প্রাধান্য দেন না?

হানাফী: সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মাসআলার এমন কোন কিতাব নেই, যেখানে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের বিস্তারিত মাসআলা সংকলন করা আছে। আর ফিকহে হানাফী সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর ফতওয়াগুলোর সমন্বয় বুঝেন। এ ফিকহের এলোমেলো ফুলগুলো সমন্বিত করে, জমা করে ফুলগুচ্ছ উম্মতের সামনে পেশ করেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ: যখন আপনাদের ফিকহে কুরআন আছে, হাদীস আছে, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আকওয়াল তথা তাদের কথা ও মত আছে, তবে তাকে কেন ফিকহে হানাফী বলা হয়?

হানাফী: এটা এমন যেমন বুখারী শরীফে বর্ণনা করা হয়। অথচ এটা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস। কিন্তু তাকে বলা হয়, এটা বুখারী শরীফের হাদীস। তার অর্থ হল, ইমাম বুখারীর মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। মুসলিম শরীফের হাদীস বলার অর্থ হল, ইমাম মুসলিমের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। ফিকহে হানাফী বলার অর্থও এমন যে, নিঃসন্দেহে ফতওয়াগুলো সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর। কিন্তু এটা ইমামে আ'যম আবু হানীফা রহ. এর মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে।

গায়রে মুকাল্লিদ: আপনারা আপনাদের নিসবত তথা সম্পর্ককে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বাদ দিয়ে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর দিকে কেন করেন? আসল পিতা থাকতে অন্য কোন পিতার দিকে সম্পর্ক করা অনেক বড় গুনাহ। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের রুহানী পিতা। আপনারা মুহাম্মাদীর জায়গায় হানাফী বলেন। আপনাদের থেকে ঈসায়ী (খৃষ্টান) অনেক ভাল। নিজেদের সম্পর্ক নিজেদের নবীর দিকে করে।

হানাফীঃ আপনার মুহাম্মাদী শব্দের প্রতি এত পরিমান মুহাব্বত নেই, যে পরিমান হানাফী শব্দের সাথে দুশমনী আছে। কেননা আপনারাও তো নিজেদের মুহাম্মাদি বলেন না, কখনো নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলেন, কখনো সালাফী, কখনো আসরী। আপনাকে কে মুহাম্মাদী বলে? জোলাদের (কাপড় বোনার কারিগর) মত নিজেদের মনে মনে কাপড় বুনতে বসেছেন। আমরা তো কখনো শুনিনি কেউ আপনাদেরকে মুহাম্মাদী বলে? তবে ওয়াহহাবী, নজদী, আসরী, গায়রে মুকাল্লিদ, সালাফী ইত্যাদি শুনেছি।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আহলে হাদীস আমাদের গুণবাচক নাম। সেটা আমরা বলতে পারি।

হানাফীঃ হানাফী কি আমাদের গুণবাচক নাম নয়? আমরা কেন হানাফী বলতে পারব না? আমিও বলতে পারি যে, আপনাদের থেকে ঈসায়ী (খৃষ্টান) ভাল। তারা তো ঈসায়ী (খৃষ্টান) বলে। আর আপনারা সালাফী ও আসরী বলেন। আপনাদের থেকে শিক (হিন্দুদের মধ্যে যারা পাগড়ী পরে) ভাল। তাদের সকলের দাড়ি আছে। আর আপনাদের আলেমদের মধ্যে কিছু লোকের দাড়ি একটি গমের দানা বরাবর। এবং সে বড় আল্লামাও (অধিক জ্ঞানী) ছিল। আপনাদের জামাতের ধারণা অনুযায়ী তারা অনেক জ্ঞানী, পথপ্রদর্শক ও লিডার ছিল। আপনার দাড়িও তো কম।

গায়রে মুকাল্লিদঃ দাড়ি কাঁটা বা সেভ করা ঐ সকল উলামাদের ব্যক্তিগত কাজ ছিল। এটাও আমার ব্যক্তিগত কাজ।

হানাফীঃ ব্যক্তিগত কাজের উপর কি কোন ধরপাকড় নেই? ব্যক্তিগত কাজ বলে কিভাবে জান ছাড়াতে পারবেন? ফিরাউনের খোদা দাবী করা ব্যক্তিগত ব্যপার ছিল কি না? একজন ব্যক্তি মদ পান করে, আর বলে যে, এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। যিনা ব্যভিচার করে, জুয়া খেলে, দাড়ি কাঁটে, সেভ করে, চুরি করে, নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, আর বলে এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে তাকে কি ছেড়ে দেওয়া হবে? আমাদের সামনে যে সব বাহানা দেওয়া হয়, তা কি আল্লাহর দরবারে চলবে? দুশমনী হিংসার আগুনে জ্বলে কাউকে ঈসায়ী (খৃষ্টান) ইহুদী বলা

অনেক সহজ। আর আপনাদের মধ্যে অধিকাংশের অভ্যাস এমন। এ জাতীয় উপাধী অনেককে আপনারা দিয়ে থাকেন। আমরাও আপনাদেরকে বলতে পারি। কিন্তু তা অনুচিত। কথাকে শান্ত মনে ভাবা উচিত। আর নেক আমল করার তাওফীক আল্লাহ্‌র থেকে চাওয়া উচিত।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আহলে হাদীস বলা কি ভুল?

হানাফীঃ আহলে সুন্নাত বলা কি ভুল?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আহলে হাদীস ও আহলে সুন্নাত এক জিনিষ। তাকে পৃথক করা হয় না।

হানাফীঃ প্রিয় জ্বী! এ দু'টিকে এক বলে না। এ দুটির মাঝখানে আকাশ পাতাল ব্যবধান রয়েছে। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত রেখেছেন। আহলে হাদীস রাখেন নি। আর না সালাফী, না আসরী রেখেছেন। যদি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হানাফী বলার হুকুম না দিয়ে থাকেন, তবে সালাফী, আসরী, ওয়াহহাবী, নজদী, আহলে হাদীস বলার হুকুম কবে দিলেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত শব্দ আল্লাহর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বলেছেন, তা কোথায়?

হানাফীঃ তবে আমি একটু কিতাব দেখে বলছি। এইতো তাফসীরে দুররে মানসুর এর আয়াত **يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ** এর নিচে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম বলেছেন, যাদের চেহারা কেয়ামতের দিন উজ্জল থাকবে, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হবে। তাফসীরে ইবনে কাসীরেও এরকম হাদীস উল্লেখ আছে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আহলে হাদীস শব্দটাও প্রত্যেক কিতাবে পাওয়া যায়। হাদীস ব্যাখ্যাকারীগণ বলেন, **هكذا قال اهل الحديث** এ জাতীয় শব্দ আনেক রয়েছে, তবে জানা গেল যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগ থেকে চলে আসছে। এটাকে কিভাবে ভুল বলা যেতে পারে?

হানাফীঃ আপনাদের জবরদস্তভাবে হোঁচট লেগেছে। নাকি লাগানো হয়েছে? কিতাবে ইতিহাসবিদদের ক্ষেত্রে আহলে তারীখ শব্দ ব্যবহার করা হয়। মুফাসসিরদের ক্ষেত্রে আহলে তাফসীর বলা হয়। ঐরকমভাবে মুহাদ্দিসদের ক্ষেত্রে আহলে হাদীস শব্দ ব্যবহার করা হয়। গায়রে

মুকাল্লিদদের জন্য নয়। আপনি কোন একটি হাদীস বা হাদীসের ব্যাখ্যায় এটা দেখান যে, ফিকহের অস্বীকারকারীকে আহলে হাদীস বলা হয়েছে। এখন কোন ব্যক্তি নতুন একটি দল বা গ্রুপ বানিয়ে নিজেদের নাম দিবে আহলে তাফসীর এবং বলবে আমি আহলে তাফসীর, কিতাবে এ নাম এসেছে, তবে এটা ভুল হবে। অন্য কোন ব্যক্তি নতুন একটি দল বা গ্রুপ বানাবে এবং বলবে আমি আহলে তারীখ, কিতাবে এ নাম এসেছে, তবে তা ভুল হবে। আরেক ব্যক্তি নতুন একটি দল বা গ্রুপ বানাবে এবং বলবে আমি আহলে কুরআন। তিরমিযি শরীফে আমাদের নাম এসেছে, তবে ভুল হবে। সেরকমভাবে ফিকহের অস্বীকারকারীগণ নিজেদের নতুন একটি দল বা গ্রুপ বানিয়ে বলবে আমরা আহলে হাদীস। কিতাবে আমাদের নাম আছে, তবে তা ভুল হবে।

দেখুন! হাদীস অস্বীকারকারীগণ নিজেদেরকে আহলে কুরআন বলে। আর দলিল দেয় যে, তিরমিযি শরীফে বিতর অধ্যায়ে হাদীস এসেছে, "হে আহলে কুরআন! বিতর পড়"। এখন হাদীস অস্বীকারকারীগণ বলে যে, এটা আমাদেরকে বলা হয়েছে। আমরা প্রতিটি জায়গাতে বারবার বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি যে, ইংরেজদের শাসনামলের পূর্বে কোন হাদীস অস্বীকারকারীকে আহলে কুরআন বলা হয়েছে? বা দুনিয়াতে হাদীস অস্বীকারকারীগণকে আহলে কুরআন বলে কোন নতুন দল বা গ্রুপ বিদ্যমান বলে প্রমাণ করা হোক। তারা বলে যখন থেকেই কুরআন, তখন থেকেই আহলে কুরআন। যদি কুরআন সত্য হয়, তবে আহলে কুরআনও সত্য। আপনাদের আওয়াজও তো ঐরকম। যখন থেকে হাদীস, তখন থেকেই আহলে হাদীস। যদি হাদীস সত্য হয়, তবে আহলে হাদীসও সত্য। অথচ ইংরেজ শাসনামলের পূর্বে ফিকহের অস্বীকারীকে আহলে হাদীস নাম দেয়াটা পুরা বিশ্বে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আসুন! কোন একটি হাদীসে দেখিয়ে দিন যে, ফিকহের অস্বীকারকে আহলে হাদীস বলা হয়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আহলে হাদীস হোক বা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হোক। দু'টি গ্রুপেরই একটিই অর্থ। আমি বারবার বলতেছি।

হানাফীঃ কঠিন কথা! বহুত কঠিনভাবে ভুলে গেছেন নাকি ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে?

হাদীস সহীহও হয়, যয়ীফও , হাসানও, মুরসালও, মু'যালও, মুনকাতিও, মারফুও, মাওকুফও, মাকতুও। ইহা ব্যতিত অনেক প্রকার আছে। আপনাদের কোন ঠিক, ঠিকানা নেই কোনটা মানেন? সহীহ আহলে হাদীস, নাকি যয়ীফ আহলে হাদীস, মুরসাল আহলে হাদীস নাকি হাসান আহলে হাদীস? মাওকুফ আহলে হাদীস নাকি মাকতু আহলে হাদীস?

সুন্নাত তো যয়ীফ হয় না। আহলে হাদীস ও আহলে সুন্নাত এক কিভাবে হতে পারে? যেহেতু,

আহলে সুন্নাত ইমামদের তাকলীদ করে।

বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস তাকলীদ করা শিরক বলে।

আহলে সুন্নাত তিন তালাককে তিন তালাকই বলে।

বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস তিন তালাককে এক তালাক বলে শিয়াদের মত করে।

আহলে সুন্নাত ওলিদেরকে সম্মান করেন।

বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস ইমামগণ ও ওলিগণের ব্যাপারে খুব খারাপ মন্তব্য ও খারাপ কথা বলে ও অসম্মান করে।

আহলে সুন্নাত সাহাবায়ে কেরামগণকে হকের মাপকাঠি মানেন।

বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস সাহাবায়ে কেরামগণকে হকের মাপকাঠি মানেন না।

আহলে সুন্নাত সাহাবায়ে কেরামের ফেল তথা কাজকে সুন্নাত মনে করেন।

বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস জুমআর দ্বিতীয় আযানকে উসমানী বিদআত বলে।

আহলে সুন্নাত নামাযের পর হাত উঠিয়ে দু'আ করেন।

বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস দু'আ করে না। বরং বিদআত বলে।

আহলে সুন্নাত ফিকহ মানেন।

বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস ফিকহের অস্বীকার করে।
আহলে সুন্নাত কবরে আযাব ও সওয়াবের কথা মানেন।
বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস তা মানে না।
আহলে সুন্নাত হায়াতুন্নবী, নবীগণ কবরে জীবিত মানেন।
বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস হায়াতুন্নবী, নবীগণ কবরে জীবিত মানে না।
আহলে সুন্নাত তারাবীহ নামায বিশ রাকাতের কম নয় বলেন।
বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে তারাবীহ নামায আট রাকাত বলে।
আহলে সুন্নাত রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারককে যিয়ারত করা সওয়াব মনে করেন।
বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারককে যিয়ারত করা হারাম মনে করে।
আহলে সুন্নাত এর নিকট রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের নিকটে দুরুদ ও সালাম শুনেন।
বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস তার অস্বীকার করে।
আহলে সুন্নাত মহিষের কুরবানী জায়েয মনে করেন।
বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস সেটা হারাম মনে করে।
আহলে সুন্নাত ঘোড়ার কুরবানী হারাম বলেন।
বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস তা হালাল মনে করে।
আহলে সুন্নাত নামাযে কুরআন দেখে পড়াকে না জায়েয মনে করেন।
বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস উহা সঠিক মনে করে।
আহলে সুন্নাত জুনুবী অর্থাৎ হায়েয অবস্থায় মহিলা কুরআন পড়তে পারবে না বলে মনে করেন।
বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস জুনুবী অর্থাৎ হায়েয অবস্থায় মহিলা কুরআন পড়তে পারবে বলে মনে করে।

আহলে সুন্নাত এর নিকট শাশুড়ির সাথে কুকর্মের দ্বারা স্ত্রী হারাম হয়ে যায় বলে মনে করেন।

বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস এর নিকট স্ত্রী হারাম হবে না বলে মনে করে। (নুযুলুল আবরার)

আহলে সুন্নাত এর নিকট রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওয়া শরীফ অধিক সম্মানিত জায়গা।

বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস এর নিকট তা বিদআত। তা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। (ওরফুল জাদী)

আহলে সুন্নাত জানাযা নামায আস্তে পড়েন।

বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস জানাযা জোর আওয়াযে পড়ে।

আহলে সুন্নাত রুকু পেলে রাকাত পেলো বলে গণ্য করেন।

বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস রাকাত গণ্য করে না। (তাওযীহুল কালাম)

আহলে সুন্নাত দাঁড়াতে হাত ছেড়ে দেন।

বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ সিন্ধের প্রচলিত আহলে হাদীস দাঁড়াতে হাত বাঁধে।

আহলে সুন্নাত মানসুখ হাদীসের উপর আমল করেন না।

বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস তার উপর আমল করা সবচে বড় জিহাদ বলে মনে করে।

আহলে সুন্নাত মাগরিবের আযানের পরে নফল পড়েন না।

বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস নফলের দুশমন, তবে এ সময় পড়ে।

আহলে সুন্নাত নামাযে নম্রতা সহকারে দাঁড়ান।

বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস আত্মম্ভরী ও বিলাসিতা অবস্থায় দাঁড়ায়।

আহলে সুন্নাত নামায আদায়ের ক্ষেত্রে কিছু কিছু জায়গাতে নারী ও পুরুষের পার্থক্য আছে বলে মানেন।

বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস বলে নামাযে নারী ও পুরুষের কোন পার্থক্য নেই।

আহলে সুন্নাত এর নিকট না বালেগ ছেলে ইমাম হতে পারবে না।

বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস এর নিকট ইমাম হতে পারবে।

আহলে সুন্নাত এর নিকট সুরা ফাতিহা কুরআনের অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস এর নিকট সুরা ফাতিহা কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আহলে সুন্নাত এর নিকট তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পৃথক পৃথক নামায।

বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস এর নিকট তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই জিনিষ।

আহলে সুন্নাত এর নিকট বিতর তিন রাকাত।

বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদ প্রচলিত আহলে হাদীস এর নিকট বিতর এক রাকাত।

এছাড়াও এমন অনেক মাসায়িল রয়েছে, যেখানে আহলে সুন্নাত ও আহলে হাদীসের মধ্যে বিশেষভাবে মতভেদ রয়েছে। আহলে হাদীস ও আহলে সুন্নাত কিভাবে এক হয়ে গেল? যেখানে হাদীস ও সুন্নাত এক জিনিষ নয়। যেভাবে প্রকাশ্য ও ইঙ্গিতাকারে প্রমাণ অতিবাহিত হল। তবে আহলে সুন্নাত ও আহলে হাদীস এক কিভাবে হলো?

গায়রে মুকাল্লিদ: রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতিত অন্যের দিকে নিসবত তথা সম্পর্ক করা জায়েয আছে? সাহাবায়ে কেরাম থেকে কি এমন প্রমাণ আছে?

হানাফী: আমার প্রিয় ভাই! কিছু কিছু সাহাবায়ে কেরামকে আলবী ও কিছু কিছু সাহাবায়ে কেরামকে উসমানী বলা হয়েছে। (বুখারী শরীফ ১/৪৩৩)। যদি হানাফী শাফেয়ী নিসবত করা ভুল হয় এবং নবী ব্যতিত অন্যের দিকে হয়, তবে হযরত আলী রাযি. ও হযরত উসমান রাযি. যাদের দিকে সাহাবা রাযি. নিসবত করেছেন, তারা তো উম্মত ছিলেন। তারা কোথাকার নবী ছিলেন? তবে সঠিক হলো কিভাবে? প্রিয় ভাই! যখন টিটকারী করা হয়, তখন টিটকারী করতেই থাকেন। এটা শুধুমাত্র

হানাফীদের উপর অপবাদ দেওয়া মাত্র, হানাফীদের সাথে ঝগড়া করা মাত্র। এর ভিতরে গভীরে নিঃসন্দেহে সাহাবায়ে কেরামের উপর ফতওয়া লাগে, তবে লাগবে। যদি আহলে হাদীস বা মুহাম্মাদী ব্যতিত কোন নিসবত হারাম হতো, তবে সাহাবায়ে কেরামগণ কখনো আলবী বা উসমানী নিসবত করা করতেন না।

গায়রে মুকাল্লিদঃ রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে কোন ইমামের প্রয়োজন আছে?

হানাফীঃ জীবন পরিবর্তনশীল। নিত্য নতুন মাসআলার প্রয়োজন হয়। সেগুলো কোত্থেকে গ্রহণ করা যাবে?

গায়রে মুকাল্লিদঃ রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গ্রহণ করবেন।

হানাফীঃ রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নেই।

গায়রে মুকাল্লিদঃ ইমাম সাহেবও তো নেই।

হানাফীঃ ইমাম সাহেবের ফিকহ তো বিদ্যমান।

গায়রে মুকাল্লিদঃ রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসও তো বিদ্যমান। আজকাল কোন ইমাম আছেন, যিনি আপনার সামনে পেশ হওয়া মাসআলার সমাধান দিবে পারবেন?

হানাফীঃ আমাদের ইমামে আযম তো ইমাম আবু হানীফা রহ.।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আচ্ছা! এটার কি কারণ যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন একশত বসর পর্যন্ত কাজে এলো, আর ইমামের ফিকহ কিয়ামত পর্যন্তের জন্য যথেষ্ট। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস কি শুধুমাত্র একশত বসরের জন্য ছিল?

হানাফীঃ প্রিয় ভাই! রেগে যেয়েন না। ইমামগণ নতুন কোন দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেননি। ইমামে আযম আবু হানীফা রহ. যিনি খায়রুল কুরূনের ইমাম। নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন, একজন পারস্যের ব্যক্তি হবে, যদি ঈমান সুরায়্যা তারকা পর্যন্তও পৌঁছে যায়, তবে সে সেখান থেকে এনে মানুষের সামনে পেশ করবে। হাদীস শরীফে অনেক জায়গায় মতভেদ রয়েছে। মতভেদের কারণ হলো, কিছু কিছু জায়গায় রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হুকুম, বিধান প্রকাশ করতেন। কিছুদিন পর অন্য একটি হুকুম, বিধান প্রকাশ করতেন।

এখন হাদীসে দু'ধরণেরই হয়। একটি কাজ করার, অপরটি না করার। আমরা পনের শতাব্দিতে এসে তার নাসেখ মানসুখ এর ফয়সালা কিভাবে করতে পারব?

দেখুন! সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে গুইসাপ খেয়েছেন।

আর আবু দাউদ শরীফের হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিষেধ করেছেন।

আগুনে রান্নাকৃত জিনিস দ্বারা অযু ভেঙ্গে যাবে। হাদীস।

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল তার বিপরীতেও আছে। হাদীস।

সাহাবাগণের মদ্যপান করা এক সময় হাদীস থেকে প্রমাণিত।

পরবর্তিতে নিষেধ করাও হাদীস থেকে প্রমাণিত।

মাথা একবার মাসেহ করা।

মাথা তিনবার মাসেহ করা। আবু দাউদ।

আছরের পর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল নামায পড়তেন। হাদীস।

আছরের পর নফল নামায পড়তে নিষেধ করতেন। হাদীস।

কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া এক এক বারের হাদীস আছে।

তিন তিন বারেরও হাদীস এসেছে।

ফজরের নামায আলোকিত করে পড়া।

অন্ধকারে পড়াও হাদীসে এসেছে।

দেখুন! এ মতভেদপূর্ণ বিভিন্ন হাদীস এসেছে। এ জাতীয় হাজার হাজার হাদীস পেশ করা যাবে, যাতে যথেষ্ট বৈপরীত্য ও মতবিরোধ রয়েছে। এখন এই বৈপরিত্ব ও মতবিরোধপূর্ণ হাদীসের কোনটির উপর আমল জারি রয়েছে, কোনটার উপর শেষ হয়েছে। কোনটা রাসূল রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ আমল, কোনটা প্রথম যুগের? এ বৈপরীত্য সেই ব্যক্তিই শেষ করতে পারেন, যিনি শরীয়ত সম্পর্কে পূর্ণ দক্ষ। সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরামের যুগের সময়ের হবে। আর ইমাম আবু হানিফা

রহ. তাবেয়ী। আর নিজের যুগের মুসলিমদের ইমাম। আমরা তার থেকে মাসআলা গ্রহণ করি। তিনি এ জাতীয় মতভেদপূর্ণ বৈপরিত্ব হাদীসের সমাধান করে দেন, যাতে করে আমরা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ আমলে যুক্ত হয়ে যায়। তিনি হাদীসের বিপরীতে নিজের কথা মানানোর উপর একগুয়েমী নন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ ইমাম সাহেব কিভাবে জানলেন যে, এটা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ আমল?

হানাফীঃ ইমাম সাহেব শিশুকালে হজ্জ করেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মধ্যে গিয়ে নামায আদায় করেছেন। যে কাজ সাহাবায়ে কেরাম রাযি. কে করতে দেখেছেন, তা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ আমল বুঝে তা হেফাযত করেছেন। আর যে সকল বর্ণনা সাহাবায়ে কেরাম খায়রুল কুরূনে ছেড়ে দিয়েছেন, তা তিনিও ছেড়ে দিয়েছেন। যদি সে সকল বর্ণনা আমলযোগ্য হত, তবে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বন্ধুগণ সাহাবায়ে কেরাম রাযি. অবশ্যই আমল করতেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ এটা কিভাবে বুঝলেন যে, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আমল নাসেখ মানসুখ এর মাঝে পার্থক্য করতে পারে?

হানাফীঃ রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমান! আমার পরে অনেক মতভেদ হবে। তোমরা আমার ও আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত ও আমল মযবুত করে ধরবে। যখন রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন, আমার ও আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত ও আমল মযবুত করে ধরবে। সুতরাং নাসেখ মানসুখ এর যত ইলম খুলাফায়ে রাশেদীনের আছে, প্রকাশ্য কথা যে, সে পরিমাণ অন্য কারো নেই। অতএব তাদের আমল আমাদের জন্য রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ আমল হিসেবেই গণ্য করা হবে। আর এই নিয়মকে ইমাম আবু হানীফা রহ. গ্রহণ করেছেন। এ কারণে আমরা ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে এ মাসআলা গ্রহণ করে থাকি।

গায়রে মুকাল্লিদঃ তাকলীদ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য জরুরী, নাকি অজ্ঞ জাহেলদের জন্য জরুরী?

হানাফীঃ যে ব্যক্তি ইজতিহাদের স্তরে সফল নয়, তিনি যত বড়ই আলেম হোক না কেন, তাকে তাকলীদ করতে হবে, নতুবা কাজ হবে না।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমি অনেক হাদীস জানি। আমি অনেক হাদীস অধ্যায়ন করেছি, আমার কি তাকলীদ করতে হবে?

হানাফীঃ আপনি আরবী বুঝেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ না। অনুবাদকৃত কিতাব পড়ি।

হানাফীঃ সে অনুবাদও তো কোন একজন উম্মত করেছেন। তার অনুবাদের উপর ভরসা করা তারই তাকলীদ।

গায়রে মুকাল্লিদঃ তাকলীদ তো সেই করবে যে, কুরআন হাদীস সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। যার মাসআলার উপর হাদীস স্বরণ নেই। আর যার কুরআন হাদীসের অধ্যায়ন আছে, তাকে কোন ইমামের তাকলীদের উপর বাধ্য করা ভাল কথা নয়।

হানাফীঃ ইমামের তাকলীদ করা এমন একটি জিনিস, যা মানুষকে অনেক গোমরাহী থেকে বাচিয়ে রাখে। আমি প্রথমেই আরয করেছি যে, গায়রে মুজতাহিদের জন্য তাকলীদ করা ওয়াজিব পর্যায়ের।

গায়রে মুকাল্লিদঃ সিহাহে সিত্তার লেখকগণ কি মুকাল্লিদ ছিলেন নাকি মুজতাহিদ?

হানাফীঃ চমৎকার একটি প্রশ্ন! দেখুন ইমাম বুখারী রহ. বুখারী শরীফকে কয়েক লক্ষ হাদীস থেকে নির্বাচন করে লেখেছেন। ইমাম বুখারী রহ. কয়েক লক্ষ হাদীসের হাফেয ছিলেন। তারপরও ইমাম শাফেয়ী রহ. এর তাকলীদ করতেন। এর দ্বারা জানা গেল যে, ইমাম বুখারী রহ. এর মত মুহাদ্দিসেরও মুজতাহিদের তাকলীদ করা ব্যতিত কোন উপায় নেই। যদি শুধুমাত্র হাদীস জানার দ্বারাই তাকলীদ থেকে মুক্ত থাকা যেত, তবে তিনি গায়রে মুকাল্লিদ হতেন। আর আপনি তো কোথায়............। বর্তমান সময়ে যত বড়ই আলেম হোক না কেন, ইমাম বুখারী রহ. থেকে বেশি হাদীস মুখস্ত রাখতে পারবে না। মুসলিম শরীফে তাকরার ব্যতিত প্রায় চার হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম রহ. ও ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মুকাল্লিদ ছিলেন। ইমাম আবু দাউদ রহ. সুনানে আবু দাউদে প্রায় চার হাজার হাদীস উল্লেখ করেছেন। এতবড় মুহাদ্দিস হওয়া

সত্ত্বেও তিনি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মুকাল্লিদ ছিলেন। ইমাম তিরমিযি রহ. তিরমিযি শরীফে চার হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। তারপরও ইমাম শাফেয়ী রহ. এর তাকলীদ করতেন। ইবনে মাজাহ এর লেখক ইবনে মাজাহ শরীফে চার হাজার তিন শত এক চল্লিশ হাদীস এনেছেন। আর তিনিও ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মুকাল্লিদ ছিলেন। ইমাম নাসায়ী রহ. তিনি নাসায়ী শরীফে প্রায় চার হাজার হাদীস একত্রিত করেছেন। তারপরও ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মুকাল্লিদ ছিলেন। আপনার যদি সিহাহ সিত্তা এর লেখকগণ থেকে বেশি হাদীস মুখস্থ থাকে, তবে আপনার জন্য অন্য কোন ফয়সালা করতে হবে। আর যদি তাদের থেকে কম মুখস্থ থাকে, তবে তাকলীদ করা ব্যতিত কোন উপায় নেই। আমরা ইমাম বুখারী রহ. থেকে জিজ্ঞাসা করি, আপনার এত হাদীস মুখস্থ থাকা সত্ত্বেও তাকলীদ করতে কোন জিনিষে বাধ্য করল? ইমাম মুসলিম রহ. থেকেও প্রশ্ন করি, আপনি কেন তাকলীদ গ্রহণ করলেন? ইমাম তিরমিযি রহ. থেকে প্রশ্ন করতে পারি, আপনি তাকলীদের পথ কেন গ্রহণ করলেন? ইমাম নাসায়ী রহ. থেকে প্রশ্ন করি, আপনার নিকটে হাদীস কি কম ছিল? তারপরেও কেন তাকলীদ করলেন? ইমাম আবু দাউদ রহ. থেকে প্রশ্ন করি, আপনার ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর দরজায় কেন যেতে হল? অথচ আপনার নিকট অনেক হাদীস আছে। ইবনে মাজাহ রহ. এর তাকলীদ করতে বাধ্য হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা উচিত, তিনি কেন তাকলীদ করলেন?

এ সকল ব্যক্তিগণকে কি জাহেল বলবেন নাকি মুশরিক? তাদের উপর যে ফতওয়া লাগাবেন, তা আমাদের উপর লাগাবেন। যদি আমরা তাকলীদ করার কারণে মুশরিক, তবে আসলাফ কিভাবে মুওয়াহহিদ একত্ববাদে বিশ্বাসী হবে? ফতওয়া লাগাতে একটু হুশিয়ার হয়ে লাগানো জরুরী।

গায়রে মুকাল্লিদঃ ইমাম আবু হানীফা রহ. ইমাম মালেক রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. কার মুকাল্লিদ ছিলেন? যদি মুকাল্লিদ থাকেন তবে মুকাল্লিদের মুকাল্লিদ কিভাবে? আর যদি মুকাল্লিদ না হন, তবে আমাদের মতই তারা গায়রে মুকাল্লিদ।

হানাফীঃ জ্ঞানী লোক বলেন, নকল করতে আকল বুদ্ধি এর প্রয়োজন। জানিনা আপনি এটা কার থেকে শুনেছেন যে, চার ইমাম গায়রে মুকাল্লিদ ছিলেন। আপনার প্রশ্ন এমন হল, যেমন কোন ব্যক্তি এমন বলল যে, আমি কোন ইমামের মুক্তাদি হয়ে নামায আদায় করব না। সারাক্ষণ একই কথার পুনরাবৃত্তি করে চলল। আমরা তার থেকে প্রশ্ন করি, কেন মুক্তাদি হবে না? সে বলে প্রথমে দেখাও এই ইমাম কোন ইমামের মুক্তাদি? বা এমন বলল যে, আমি কোন নবীর উম্মত নয়। এজন্য যে, আমাদের নবী কোন নবীর উম্মত নয়। প্রথমে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত হওয়া প্রমাণ কর। তারপর আমি উম্মত হব। প্রথমে ইমামকে মুক্তাদি হওয়া দেখাও। তারপর আমি তার মুক্তাদি হব। বা আমি এই বাদশাহের প্রজা নয়। কেননা এই বাদশাহ কোন বাদশাহের প্রজা? আমি মুকাল্লিদ নয়। কেননা চার ইমাম কারো মুকাল্লিদ ছিলেন না। আমরা বিনম্রভাবে আন্তরিকভাবে আরয করি যে, ইমাম ইমামই হয়। মুক্তাদি মুক্তাদি হয়। বাদশাহ প্রজার অন্তর্ভুক্ত হয় না। প্রজা বাদশাহ নয়। নবী উম্মত নয়। মুজতাহিদ তো মুজতাহিদ। সে মুকাল্লিদ কিভাবে হবে? তাকলীদ গায়রে মুজতাহিদে করবে। যিনি মুজতাদিহের তবকার অন্তর্ভুক্ত নয়। আপনার এ কথা বলা যে, ইমামগণ কার মুকাল্লিদ ছিলেন? ভাই! তারা মুকাল্লিদ ছিলেন না। কিন্তু গায়রে মুকাল্লিদও ছিলেন না। তারা মুজতাহিদ ছিলেন। তাদের উপর গায়রে মুকাল্লিদ এর সংজ্ঞা ব্যবহার করা যায় না। গায়রে মুকাল্লিদ তাকে বলে, যে নিজে ইজতেহাদ করতে পারে না। মুজতাহিদের তাকলীদও করে না। বরং ফুকাহায়ে কেরামকে গালিগালাজ করে। তার মুকাল্লিদগণকে মুশরিক বলে।

ভাই! কখনো কখনো আপনারা নারাজ হয়ে যান ও বলেন, আমাদের গায়রে মুকাল্লিদ বলিও না। আহলে হাদীস বল। কখনো এটা বলেন যে, চার ইমাম গায়রে মুকাল্লিদ ছিলেন। যে উপাধি নিজেদের জন্য লজ্জার কারণ বুঝতে পারেন, সাহাবায়ে কেরামের জন্য, চার ইমামের জন্য সেই উপাধি গৌরবের হতে পারে? কক্ষনো নয়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ হানাফী, শাফেয়ী কি ইসলামের প্রকার?

হানাফীঃ যদি এটা ইসলামের প্রকার না হয়, তবে কি কুফরীর প্রকার? (নাউযুবিল্লাহ)

যদি ইহা ইসলামের প্রকার না হয়, তবে গুরাবায়ে আহলে হাদীস, উমারায়ে আহলে হাদীস, সপরে আহলে হাদীস, মুসলিমীনে আহলে হাদীস, উলামায়ে আহলে হাদীস, লস্করে তয়্যিবাহ, সালাফীয়ে আহলে হাদীস, আসরীয়ে আহলে হাদীস এগুলো ইসলামের কোথায় অন্তর্ভূক্ত?

এখানে তো হানাফীদেরকে তাকলীদের কারণে মুশরিক বলেন। একটু সৌদি আরবে একটি লিফলেট পাঠান, যে কোন ইমামেরই তাকলীদ হোক না কেন তা শিরক। যদি হানাফী, শাফেয়ী ভুল হয়, তবে হাম্বলীও ভুল হবে। যার পিছনে হজ্জ আদায় করেন, এবং তাদের থেকে থেকে চান্দাও গ্রহণ করেন। এর উদ্দেশ্য এটা হলো যে, আপনারা প্রতি বসর মুশরিকদের ইক্তিদাতে হজ্জ করেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ যতগুলি নাম আপনি গণনা করলেন, গুরাবায়ে আহলে হাদীস, সপরে আহলে হাদীস, মুসলিমীনে আহলে হাদীস, লস্করে তায়্যিবাহ। এদের মধ্যে শুধু নামের পার্থক্য। তাদের সকলের মাসায়েল একই। মত ও ধর্ম সকলেরই এক। সকলের উৎসই হাদীসে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যে মাসআলা গ্রহণ করা হয়, কুরআন ও হাদীস থেকেই গ্রহণ করা হয়। সেখানে মতভেদের প্রশ্নই হয় না। মতভেদ তো তাদের হয়, যারা কুরআন হাদীস ছেড়ে উম্মতের কথার দিকে যায়, তাদের কথা গ্রহণ করে।

হানাফীঃ প্রিয় ভাই! এটাও আপনার একটি সুন্দর ধারণামাত্র। আমি যে নাম গণনা করেছি, তাতেও অনেক বড় মতভেদ রয়েছে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ পেশ করুন।

হানাফীঃ শুনুন! গায়রে মুকাল্লিদ মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব মুলতানী ইমাম হওয়ার দাবী করেছিলেন।

১. তিনি বলেছিলেন, আমি এ সময়ের ইমাম। (মাযালেমে রুপড়ী, বাহাওয়ালায়ে তাআরুফে উলামায়ে আহলে হাদীস পৃ. ৫৬)

২. সময়ের ইমাম নবীর নায়েব স্থলাভিষিক্ত হয়। (মাযালেমে রুপড়ী, বাহাওয়ালায়ে তাআরুফে উলামায়ে আহলে হাদীস পৃ. ৫৬)

৩. আমার বায়আত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এর মত। (তাআরুফে উলামায়ে আহলে হাদীস পৃ. ৫৬)

৪. যে ইমামের বায়আত না হয়ে মারা যাবে, সে জাহেলি যুগের মৃত্যুর মত (অর্থাৎ কুফুরী অবস্থায়) মারা যাবে। (তাআরুফে উলামায়ে আহলে হাদীস পৃ. ৫৭)

৫. কুরবানীর দিনে চার আনা বা আট আনার গোশত বাজার থেকে ক্রয় করে বন্টন করে দিলে কুরবানী হয়ে যাবে। ডিমের কুরবানী করাও জায়েয। (ফতওয়ায়ে সাত্তারিয়া)

এটি গুরাবায়ে আহলে হাদীস জামাতের আমীরের মত এমন ছিল।

এখন তাদের বিষয়ে অন্য ওয়াহাবী দলের মত শুনুন এই কিতাব থেকে। গায়রে মুকাল্লিদ মুবারক সাহেব বলেন,

১. গুরাবায়ে আহলে হাদীস জামাতের ভিত্তি শুধুমাত্র মুহাদ্দিসগণের বিরোধিতা করার জন্য ছিল। পৃ. ৪৮।

২. ইংরেজদেরকে খুশি করা তাদের মূল লক্ষ ও উদ্দেশ্য ছিল।

৩. গুরাবায়ে আহলে হাদীস জামাত বিদ্রোহী, দাম্ভিক, ভ্রষ্ট জামাত।

৪. ইমাম সহ গুরাবায়ে আহলে হাদীসকে হত্যা করা ওয়াজিব।

এখনও কি বলবেন, আমাদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই?

শুনুন!................... গায়রে মুকাল্লিদগণ ফরয নামাযের পর হাত উঠিয়ে দু'আ করা বিদআত বলেন। অধিকাংশ মসজিদে এ নিয়ে ঝগড়া হয়। যারা দু'আ করেনা তাদের বিরুদ্ধে বর্তমানে একজন গায়রে মুকাল্লিদ মৌলভী বশীরুর রহমান সালাফী কিতাব লিখেছেন। এ কিতাবে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ফরয নামাযের পর দু'আ করা বেদআত নয়। বরং সুন্নাত। এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট দলিলও দিয়েছেন। আর যারা দু'আ করেনা। অর্থাৎ যারা একত্রে দু'আতে হাত তুলেনা, তাদের উপর যে ফতওয়া দিয়েছেন তাও শুনুন।

১ .নামায বেকার। আদদুআ পৃ. ৫।

২. অভিজ্ঞতাহীন উলামা। পৃ. ১০।

৩. খারেজী পৃ. ১১।

৪. জাহেল পৃ. ১৩।
৫. গোমরাহ। পৃ. ১৭।
৬. হাদীস থেকে অক্ষম। পৃ. ১৮।
৭. মুনাফেক পৃ. ২৭,২৮।
৮. খিয়ানতকারী। পৃ. ২৯।
৯. অপূর্ণাঙ্গতা বিবেচ্য। পৃ. ২৯।
১০. বোকা। পৃ. ৩০।
১১. বুদ্ধিহীন। পৃ. ৩০।
১২. তেড়া বুঝের লোক। পৃ. ৩১।
১৩. আল্লাহ থেকে দূরে। পৃ. ৩১।
১৪. লাইনের ফকীর। পৃ. ৩।
১৫. নূরহীন মৌলভী। পৃ. ৪০।
১৬. শুধুমাত্র নামের মুহাক্কেক। পৃ. ৪১, ৭০।
১৭. সমাপ্তি পসন্দ। পৃ. ৬০।
১৮. ইংরেজের ফিতনা। পৃ. ৭১।
১৯. নফসের পূজারী। পৃ. ৭১।
২০. শয়তানের হিরা। পৃ. ৫১।
২১. শব্দের পূজারী। পৃ. ৩৯।
২২. তাওফীকহীন। পৃ. ৭৫।
২৩. সঠিক পথ থেকে পথভ্রষ্ট ব্যক্তি। পৃ. ৭২।

এখনও কি বলবেন, আমাদের মাঝে কোন মতভেদ নেই? কেউ কেউ দু'আ বিদআত বলে, আবার তাদেরকে অনেকে অনেক গালিগালাজ করে। প্রফেসর আব্দুল্লাহ ভাওয়ালপূরী মহিষ কুরবানী করা হারাম বলেছে। মৌলভী সুলতান মাহমূদ জালালপূরী হালাল বলেছে। তারা দু'জনেই আহলে হাদীস। দু'জনেই মতভেদ দূর করার পক্ষের লোক। আবার দু'জনেই ফিকহের প্রতি নারাজ। তারপরও এ মতভেদ কেন হচ্ছে? আপনি বলতেছিলেন যে, আমাদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই।
শুনুন!............... সমস্ত গায়রে মুকাল্লিদ আহলে হাদীস জানাযার নামায জোর আওয়াযে পড়ে। কিন্তু লস্করে তায়্যিবা এর মুফতী মুবাশশির সাহেব

বলেন, জানাযা আস্তে পড়ার দলিলই সবচেয়ে শক্তিশালী। (রিসালাতুদ দা'ওয়াহ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ৩৬,৩৭।

সমস্ত ওয়াহাবী বলে বরং এর উপর আমল করে। বিতরের দু'আয়ে কুনূত, রুকুর পর হওয়া উচিত। কিন্তু লস্করে তায়্যিবা এর মুফতী মুবাশশির সাহেব বলেন, রুকুর পূর্বেই দু'আয়ে কুনূত পড়া উত্তম। (রিসালাতুদ দা'ওয়াহ, এপ্রিল, ১৯৯৩) এখনও কি বলবেন যে, আমাদের মাঝে মতভেদ নেই।

গায়রে মুকাল্লিদঃ এটা তো বর্তমানের আহলে হাদীস মতভেদ করছে। আমাদের পূর্বের বুজুর্গদের মধ্যে কোন মতভেদ ছিল না।

হানাফীঃ আপনি তো প্রথমেই বলছিলেন যে, আপনাদের মধ্যেই কোন প্রকার মতভেদ নেই। এখন বলছেন, শুরুতে ছিলনা, বর্তমানে আছে। আপনার জন্য এটা বলা যেতে পারে,

ওয়াহাবী সেই হয়, যে মানেনা।

১. আপনার পূর্বের বড় বড় উলামায়ে কেরামের মধ্যে বিশেষভাবে মতভেদ ছিল। তা দেখুন,

গায়রে মুকাল্লিদ শওকানী সাহেব ও নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁন সাহেব বলেন, খুতবা ব্যতিত জুমআর নামায হয়ে যাবে। (রওযাতুন নাদিয়্যা)

গায়রে মুকাল্লিদ ওয়াহিদুয্যামান সাহেব বলেন, খুতবা ব্যতিত জুমআর নামায হয় না। (হাদয়াতুল মাহদী)

২. গায়রে মুকাল্লিদ ওয়াহিদুয্যামান সাহেব বলেন, নামাযের প্রতি রাকাতে আউযুবিল্লাহ পড়া উচিত। (হাদয়াতুল মাহদী)

গায়রে মুকাল্লিদ নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁন সাহেব বলেন, আউযুবিল্লাহ শুধুমাত্র নামাযের শুরুতে পড়া সুন্নাত। (রওযাতুন নাদিয়্যা)

৩. নওয়াব সাহেব বলেন, রুকু সিজদার তাসবীহ সুন্নাত। (বুদূরুল আহিল্লা)

ওয়াহিদুয্যামান বলেন যে, ওয়াজিব।

৪. নওয়াব সাহেব লেখেন, কেবলা ও কা'বা লেখা জায়েয।

গায়রে মুকাল্লিদ মৌলভী আব্দুল জলিল বলেন, হারাম। (আলআযাবুল মুহীন)

৫. মৌলভী সানাউল্লাহ লেখেন, কবর যিয়ারতকারীর উপর লা'নত, অভিশাপ।
মৌলভী শরফ লেখেন, মহিলাগণ কবর যিয়ারত করতে পারবে। (ফতওয়ায়ে সানাইয়্যাহ পৃ. ৩১৫, ৩১৬)
৬. জুমআর প্রথম আযান বেদআত।
জুমআর প্রথম আযান সুন্নাত। (ফতওয়ায়ে সানাইয়্যাহ পৃ. ১/৪৩৫, ২/১৭৯)
৭. মৌলভী সানাউল্লাহ জিরাব (মোজা) এর উপর মাসাহ করা জায়েয মনে করে। পৃ. ৬৮।
শরফুদ্দীন সাহেব জিরাব (মোজা) এর উপর মাসাহ করা না জায়েয। (ফতওয়ায়ে সানাইয়্যাহ পৃ. ১/৪৪১)
৮. মসজিদের মেহরাব ইহুদী খৃস্টানদের সাথে সাদৃশ্য রাখে। (ফতওয়ায়ে সানাইয়্যাহ পৃ. ১/৪৭৬)
জোন ঘড়ী লেখেন, মসজিদে মেহরাব জায়েয।
৯. খালি মাথায় নামায পড়া জায়েয। (ফতওয়ায়ে সানাইয়্যাহ পৃ. ৫২৩)
খালি মাথায় নামায পড়া মুনাফেক এবং খৃস্টানদের সাথে সাদৃশ্য রাখে। (ফতওয়ায়ে উলামায়ে হাদীস ৪/২৯১)
১০. বীর্য পাক। (ফতওয়ায়ে উলামায়ে হাদীস)
বীর্য নাপাক। (ফতওয়ায়ে উলামায়ে হাদীস ১/৪২)

ভাই! একটু শান্তভাবে মনকে ঠান্ডা রেখে ভেবে চিন্তে উত্তর দিন যে, এ সকল মৌলভী যাদের নাম আমি গণনা করলাম। তারা গায়রে মুকাল্লিদ, আহলে হাদীস, হাদীসের দাবীদার, তারা একই সম্প্রদায়। কিন্তু তারপরও তাদের মাঝে চরম মতভেদ রয়েছে। পাক নাপাকের মতভেদ। হালাল হারামের মতভেদ বিদ্যমান। কিন্তু কেন?
এ জাতীয় মতভেদ উদাহরণস্বরূপ দেখালাম। নতুবা তাদের মতভেদ মাসআলাগুলো শুনালে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। আর তাদের মতভেদ একত্র করলে অনেক বড় একটি কিতাব হয়ে যাবে। আপনি বলছিলেন যে, আপনাদের পূর্বের উলামায়ে কেরামের মধ্যে কোন প্রকার মতভেদ ছিলনা, তাই আপনার শান্তনার জন্য এতটুকু যথেষ্ট বলে মনে করছি।

গায়রে মুকাল্লিদ: ইমাম আবু ইউসূফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. দু'জনেই ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ছাত্র। তারা দু'জনেই উসতাযের সাথে অনেক বড় বড় মতভেদ করেছেন। তারা নিজের উসতাযের কথা মানেন না। তবে আপনি আমাকে কিভাবে বাধ্য করতে পারেন যে, ইমামের কথা মানো, যার কথা তার ছাত্রই মানেনা তার কথা আমরা কিভাবে মানি?

হানাফী: ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ইমাম আবু হানীফা রহ. এর সাথে কোন মতভেদ করেননি। তারা তো কসম খেতেন, তাদের উসতাযের সাথে তাদের কোন মতভেদ নেই। (শামী)

গায়রে মুকাল্লিদ: ফিকহের সকল কিতাবেই মতভেদ পাওয়া যায় যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. এমন বলেছেন। ইমাম আবু ইউসূফ রহ. তার বিপরীত বলেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এমন বলেছেন। তবে এগুলো কি মতভেদ নয়? তবে আর কাকে ইখতেলাফ বা মতভেদ বলা হয়?

হানাফী: প্রিয় ভাই! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যারা হক্ব কথা বলেন, এমন উলামায়ে কেরামের মজলিসে বসার তাওফীক দান করুন, উলামায়ে কেরামের সম্মান করার তাওফীক দান করুন। আপনি যা কিছু বলেছেন, না জেনে বলেছেন। ফিকহের কিতাবে যে মতভেদ আপনার নযরে এসেছে, তা এমন যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মজলিসে কেউ প্রশ্ন করলে কয়েকটি উত্তর প্রদান করতেন। তার ঐসকল উত্তরের মধ্য থেকে ইমাম আবু ইউসূফ রহ. একটি উত্তরকে প্রাধান্য দিতেন। উসতাদ জ্বী, আপনার এ সকল উত্তরের মধ্যে আমার নিকট এ উত্তরটি অনেক পসন্দ হয়েছে এবং এটি সঠিক বলে মনে হচ্ছে। ঐরকমভাবে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. কোন একটি উত্তরকে অনেক পসন্দ করতেন। প্রকাশ্রভাবে ইমাম আবু ইউসূফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর উত্তর ইমাম আবু হানীফা রহ. এর উত্তরের বিপরীত তা নযরে পড়েনা। কিন্তু সকল উত্তরই ইমাম আবু হানীফা রহ. এরই উত্তর। এগুলোকে ফিকহের কিতাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আপনার নযরে মতভেদ এসেছে, তা মূলত কোন মতভেদই নয়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ যখন সবকিছু ইমাম হানীফা রহ. এরই, তবে তো কোন মতভেদই হলো না। আর আপনি যেভাবে মাসআলা বুঝালেন, তাতে সকল কথাই ধুলায় মিশে যায়। কিন্তু কিতাবে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না যে, কোন মতভেদ ছিল না। বরং সকল উত্তরই ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ছিল।

হানাফীঃ উকূদে রসমিল মুফতী, আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. এর কিতাব, যা মুফতীগণ পড়েন ও পড়ান। তাতে এ সকল কথা কবিতায় উল্লেখ আছে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ দেওবন্দি ও বেরেলভী দু'গ্রুপই ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মুকাল্লিদ। একে অপরকে কাফের বলে। একে অন্যের পিছনে নামাযও পড়েনা। তাদের দু'গ্রুপের কোন গ্রুপ জান্নাতে যাবে? দু'গ্রুপের মধ্যে এক গ্রুপ ছোট। আর ইমাম আবু হানীফা রহ. কোন গ্রুপের পক্ষে হবেন?

হানাফীঃ ১. গায়রে মুকাল্লিদগণের জামাতে মুসলিমীন অন্য গায়রে মুকাল্লিদগণের পিছনে নামায আদায় করে না। অন্য গায়রে মুকাল্লিদগণের সাথে আত্মীয়তা করা হারাম মনে করে। তাদের জানাযা নামাযও পড়া হারাম মনে করে।

এখন আপনি ফয়সালা করুন, দু'গ্রুপের লোকই কুরআন হাদীস এর উপর আমল করার দাবীদার। তাদের দু'গ্রুপের মধ্যে নিশ্চয় একটি গ্রুপ ছোট। তবে তাদের মধ্যে কারা জান্নাতে যাবে?

২. করাচীর গুরাবায়ে আহলে হাদীস নিজেদের ইমামের বায়আতকে ফরয সাব্যস্ত করে। আর যে গায়রে মুকাল্লিদ ইমামের বায়আত ব্যতিত মারা গেল, তার মৃত্যু জাহেলিয়্যাতের মৃত্যু অর্থাৎ কুফরী অবস্থায় মৃত্যু বলে।

তাদের বিপরীতে অন্য গায়রে মুকাল্লিদগণ পীর, বুযুর্গ, মুরশিদ এর বায়আতকে বিদআত বলে। এখন গুরাবায়ে আহলে হাদীসের নিকট অন্য আহলে হাদীস জাহেলীয়্যাতের মৃত্যু বরণ করছে। আর অন্য আহলে হাদীসের নিকট গুরাবায়ে আহলে হাদীস বিদআতী গ্রুপ। আপনি বলুন! তাদের মধ্যে কে জান্নাতে যাবে? তারা সকলে নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে।

৩. গুরাবায়ে আহলে হাদীস সম্পর্কে মৌলভী মুহাম্মাদ মুবারক কতল তথা হত্যার ফয়সালা করেছেন। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। সাথে সাথে এটাও বলেছে, তারা মুলহিদের (নাস্তিকের) জামাত । এখন তারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে। তাদের মধ্যে কারা জান্নাতে যাবে আর কারা জাহান্নামে যাবে। আপনি একটু ফয়সালা করে দিন, আমিও দেওবন্দি ও বেরেলভীর ফায়সালা করে দিব।

৪. ইউথ ফোর্স ও লস্করে তায়্যিবার মাঝখানে যে মতভেদ, আল্লাহর পানাহ। একে অপরের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। এক গ্রুপের জামাতের মৌলভী কতল হয়ে গেলে অন্যজন বলে সে মুরদার। একে অপরের বিরুদ্ধে অভিশাপ পর্যন্ত দেয়। আপনি ঐ দু'গ্রুপের মধ্যে ফায়সালা করে দিন, আমি দেওবন্দি ও বেরেলভীর ফয়সালা করছি।

গায়রে মুকাল্লিদ: আপনি উত্তর দেওয়ার বিপরীতে আমার উপর উল্টা প্রশ্ন করে বসেছেন। আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

হানাফী: ঐসকল প্রশ্নের মধ্যেই আপনার উত্তর গোপন রয়েছে। আপনি যে উত্তর দিবেন, তাই আমার উত্তর হবে। আপনার প্রশ্ন ও আমার প্রশ্ন একপ্রকারের নয়?

যা হোক! দেওবন্দী ও বেরেলভীদের মধ্যে যেই মুকাল্লিদীনের আকীদা সঠিক, তারা জান্নাতে যাবে। আর যার আকীদা ভুল, সে নিঃসন্দেহে নিজেকে ইমাম সাহেবের মুকাল্লিদ বলবে, কিন্তু সে গায়রে মুকাল্লিদ হবে, মুকাল্লিদ নয়।

এ সকল রসম, প্রথা যেমন, জুলুস, মিলাদ, খতম, মৃত ব্যক্তির জন্য তৃতীয় দিবসে কুরআন শরীফ ইত্যাদির পাঠ দ্বারা উদযাপন করা হয়, সপ্তমি, দশমি, চল্লিশা, উরুশ, ঢোল বাজানো, কাওয়ালী গাওয়া, মাযারের উপর যাযাবর নাচানো, ময়লা লাগানো, পীরদেরকে সিজদা করা, মাজারে সিজদা করা, মান্নত মানা, একাদশি, গায়রুল্লাহের নামে পশু জবাই করা, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যেক জায়গা হাযির নাযির মনে করা, নিজের প্রয়োজনাদী গায়রুল্লাহের সামনে পেশ করা, এ সকল জিনিষ যদি ইমাম সাহেবের ফিকহে পাওয়া যায়, তবে ইমাম সাহেবের খাঁটি মুকাল্লিদ হবে। আর যদি উল্লেখিত জিনিষ না কুরআনে পাওয়া যায়, না

হাদীসে পাওয়া যায়, না ফিকহে হানাফীতে পাওয়া যায়, তবে এ সকল রসম প্রথা পালনকারী গায়রে মুকাল্লিদ হবে। তাকে মুকাল্লিদ বলা ঠিক হবে না। যা হোক, আপনিও উল্লেখিত চারটি প্রশ্নের উত্তর দিন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ দেখুন! আপনারা ও শিয়ারা ইমামকে মা'সুম মনে করেন।

হানাফীঃ আমরা মা'সুম মনে করি না।

গায়রে মুকাল্লিদঃ মৌখিকভাবে মা'সুম মনে করেন না, এবং লিখেন না, তবে আমলগতভাবে তাকে মা'সুম মনে করেন।

হানাফীঃ দেখুন! মিথ্য বলা সকলের নিকট হারাম। কিন্তু হয়ত আপনাদের নিকট নিজের মাসলাক ও মতের সংরক্ষণ করার জন্য মিথ্যা বলাকেই সওয়াব মনে করেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ তা কেমনে? আমি তো ভুল বলিনি! কেননা ইমাম অনুসরণ করার মাসআলায় আপনাদের ও শিয়াদের মত একই।

হানাফীঃ এটা তো আমি একটু পর বলব যে, শিয়া ও ওয়াহাবী নিজেদের মধ্যে কি পরিমাণ মিল ও কৃতজ্ঞ এবং কতগুলি মাসআলায় দু'গ্রুপই ঐক্যমত। বর্তমান এর ব্যাখ্যা করছি যে, শিয়া ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিকট ইমাম বিষয়ে কতখানিক পার্থক্য-

১. শিয়াদের নিকট এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নস বা নির্দেশ।

আমাদের নিকট এমন নয়, বরং এ আকীদা ইসলাম বিরোধী।

২. শিয়াদের নিকট ইমামের স্তর নবুওয়াত থেকে উঁচু ও বড়। (হায়াতুল কুলূব)

আমাদের নিকট এমন আকীদা কুফুরী।

৩. শিয়াদের নিকট ইমাম আল্লাহর নূর থেকে পৃথক হয়। (উসূলে কাফী পৃ. ১১৭ বাহাওয়ালায়ে ইরশাদুশ শিয়া)

আমাদের নিকট এ আকীদা কুফুরী ও শিরকী।

৪. শিয়াদের নিকট ইমাম দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক। এবং খোদায়ী সমস্ত ইচ্ছা ইমামকে সপর্দ করে দেওয়া হয়েছে। (উসূলে কাফী পৃ. ২৫৯)

এ আকীদা আমাদের নিকট কুফুরী ও শিরকী।

৫. শিয়াদের নিকট কোন জিনিষকে হালাল হারাম করার ইচ্ছা ইমামকে দেওয়া হয়েছে।

আমাদের নিকট এ ইচ্ছা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার।

৬. শিয়াদের নিকট নিকাহে মুতআ করার দ্বারা পয়গম্বরের মর্যাদা পাওয়া যায়।

আমাদের নিকট নিকাহে মুতআ ও যিনা দু'টি একই।

৭. শিয়াদের নিকট নিকাহে মুতআ ব্যতিত ইমামই হতে পারে না। (তাফসীরে মানহাজুস সাদেকীন বাহাওয়ালায়ে ইরশাদুস শিয়া পৃ. ১৭৯)

আমাদের নিকট এ আকীদা সম্পূর্ণ গোমরাহী ও বদমায়েশী।

দেখুন! আমাদের ও শিয়াদের মাঝে ইমাম হওয়ার মধ্যে আসমান যমীন পার্থক্য। আপনি মিথ্যা বলে আমাদেরকে শিয়াদের সাথে মিলাচ্ছেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আহলে হাদীস ও শিয়াদের মাসআলা এক রকম মিলে যায়?

হানাফীঃ জ্বী! হ্যাঁ।

গায়রে মুকাল্লিদঃ কোন মাসআলায় আহলে হাদীস ও শিয়া এক?

হানাফীঃ ১. গায়রে মুকাল্লিদ নওয়াব নূরুল হাসান লিখেন, সাহাবীদের কথা দলিল নয়। (ওরফুল জাদী ১/২০৭) আর এ আকীদা শিয়াদের।

২. গায়রে মুকাল্লিদ ওয়াহিদুজ্জামান লিখেন, ইয়া আলী, ইয়া রাসূলাল্লাহ বলতে পারবে। (হাদয়াতুল মাহদী পৃ. ২৪) আর এটা শিয়াদের আকীদা।

৩. হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. ও ফারুকে আযম রাযি. সমস্ত সাহাবীদের উপর মর্যাদাশীল হওয়ার উপর ইজমা নয়। (হাদয়াতুল মাহদী পৃ. ৯৪) আর এ আকীদা শিয়াদের।

৪. খুতবাতে খুলাফায়ে রাশেদীনের আলোচনা করা বিদআত। (হাদয়াতুল মাহদী পৃ. ৯০) এবং এটা শিয়াদের আকীদা।

৫. মুতাআখ্খিরীন (পরবর্তী) উলামাগণ সাহাবায়ে কেরাম রাযি. থেকে উত্তম হতে পারেন। (হাদয়াতুল মাহদী পৃ. ৯০) ইহা শিয়াদের আকীদা।

৬. আপনাদের নিকট স্ত্রীদের সাথে সমকামিতা (অর্থাৎ মলদ্বার দিয়ে যৌন চাহিদা পূরণ) করা যায়েয। (হাদিয়াতুল মাহদী পৃ. ১১৮) আর এটা

শিয়াদেরও আকীদা। (আলইস্তেবসার ২/২৪৩ বাহাওয়ালায়ে ইরশাদুশ শিয়া)
৭. আপনাদের নিকট এক মজলিসের তিন তালাক, এক তালাক হিসেবে গণ্য। আর এ আকীদা ইমাম বুখারীরও নয়, চার ইমামেরও নয়, বরং শিয়াদের আকীদা।
৮. আপনারাও ইজমার অস্বীকারকারী। শিয়ারাও ইজমার অস্বীকারকারী।
৯. আপনারাও নিকাহে মুতআ জায়েযের পক্ষে। (হাদিয়াতুল মাহদী পৃ. ১১৮) এবং এটা শিয়াদেরও আকীদা।
১০. এর থেকে এগিয়ে শুনুন! গায়রে মুকাল্লিদ আলেম ওয়াহিদুজ্জামান লিখেন- আমরা আলী রা. এর ভক্ত শিয়া। (হাদিয়াতুল মাহদী পৃ. ১০০)

এখন বলুন! শিয়া এবং আমরা এক? নাকি শিয়া ও আপনারা এক?
ঠান্ডা ভাবে মনকে ঠান্ডা রেখে ইনসাফ করুন, এবং আল্লাহ তা'আলা থেকে হেদায়াত চান।

গায়রে মুকাল্লিদঃ দেখুন! চারজন ইমাম। আমরা কুফার ইমামকে মানিনা। বরং মদীনা শরীফের ইমামের কথা মানি। আপনারা কুফার ইমামের কথা মানেন।

হানাফীঃ প্রিয় ভাই! মদীনার ইমামের নাম ইমাম মালেক রহ.। আপনারা তো তার কথাও মানেন না। এটাও আপনাদের একটি ধোঁকা যে, এরা কুফার ইমাম মানে। আর আমরা মদীনার ইমাম মানি। এখন আপনাকে দেখাচ্ছি যে, মদীনার ইমাম ও আপনাদের মধ্যে কত বড় মতভেদ। বরং অনেক মতভেদ রয়েছে।
১. আপনারা রুকুতে রফয়ে ইয়াদাইন করেন। মদীনার ইমাম, ইমাম মালেক রহ. বলেন, আমি জানিনা রফয়ে ইয়াদাইন কি? (মুদাওওয়ানাতুল কুবরা ১/১৬৮)
২. আপনারা পাগড়ীর উপর মাসাহ করা জায়েয মনে করেন, কিন্তু মদীনার ইমাম তার অনুমতি দেন না। (মুআত্তায়ে মালেক পৃ. ২৩)
৩. আপনাদের নিকট তায়াম্মুম করতে একবার মাটিতে হাত মারতে হয়। অথচ মদীনার ইমাম দু'বার হাত মারার পক্ষে। (মুআত্তা)

৪. আপনারা নামাযের কেরাত আস্তে বা জোরে হোক, সে সকল নামাযে মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতেহা পড়া ফরয মনে করেন। অথচ মদীনার ইমাম নামাযের কেরাত জোরে হলে মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতেহা পড়ার অনুমতি দেননা। (মুআত্তা)

৫. আপনাদের নিকট ইমামকে রুকুতে পেলে সে রাকাত গণ্য করা হয় না। কিন্তু মদীনার ইমামের নিকট তা হয়। (মুআত্তা)

৬. আপনাদের নিকট জানাযাতে সুরা ফাতেহা পড়া ফরয। কিন্তু মদীনার ইমাম বলেন, আমাদের মদীনা শহরে তার উপর আমল নেই। (মুদাওওয়ানাতুল কুবরা)

৭. আপনাদের নিকট মসজিদে জানাযা পড়া যায়। কিন্তু মদীনার ইমাম তাকে মাকরুহ মনে করেন। (মুদাওওয়ানাতুল কুবরা)

৮. আপনাদের নিকট বিতর এক রাকাত। আর মদীনার ইমামের নিকট কমপক্ষে তিন রাকাত। (মুআত্তা)

৯. আপনাদের নিকট ঘোড়া হালাল। কিন্তু মদীনার ইমামের নিকট ঘোড়া হারাম। (মুআত্তা)

১০. আপনাদের নিকট কুরবানী চার দিন। আর মদীনার ইমামের নিকট তিন দিন।

আপনারা কতইনা মাসআলাতে মদীনার ইমামকে ছেড়ে দিয়েছেন। আর অন্যদেরকে বলছেন যে, আমরা মদীনার ইমামের কথা মানি। আর এরা কুফার ইমাম মানে। এটা তো সম্পূর্ণ ভুল। আপনারা না কুফার ইমাম মানেন, না মদীনার ইমাম মানেন, বরং মুহাম্মাদ জুনাঘড়ী ও হাকীম সাদেক শিয়ালকুড়ীকে মানেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমরা তো সেই কিতাব মানি, যা মদীনাতে লেখা হয়েছে। আর যা কুফা ও হিন্দুস্তানে লেখা হয়েছে, তা কিভাবে মানতে পারি?

হানাফীঃ তুহফাতুল আহওয়াযী, নুযুলুল আবরার, বুদূরুল আহিল্যা, ওরফুল জাদী, হাদয়াতুল মাহদী, সুবুলুস সালাম, সালাতুর রাসূল, সাবীলুর রুসুল, হাকিকতে ফিকাহ, এগুলো কবে মদীনা শরীফে লেখা হয়েছে?

এসকল কিতাবগুলি হিন্দুস্তানের সৃষ্টি। আর তা ইংরেজ শাসনামলের পর লেখা হয়েছে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনি আমার কথাও বুঝেন না। আমার উদ্দেশ্য হল, আমরা শুধু সিহাহে সিত্তা অর্থাৎ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ মানি।

হানাফীঃ এ সকল কিতাবও মদীনায় লেখা হয় নি। বরং পারস্যের বিভিন্ন এলাকাতে তা লেখা হয়েছে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ তবে মদীনাতে কোন কিতাব লেখা হয়েছে?

হানাফীঃ ভাই! আপনাকে কেউ ভুল বলেছে যে, বুখারী, মুসলিম মদীনাতে লেখা হয়েছে। মদীনাতে লেখা কিতাব হল, মুআত্তায়ে ইমাম মালেক, যার সাথে আপনাদের জবরদস্ত মতভেদ। দ্বিতীয়ত হানাফী মাযহাবের ফিকহের কিতাব "আদদুররুল মুখতার" আল্লামা আলাউদ্দীন রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযার পাশে বসে লিখেন। দেখুন! আপনি মদীনার ইমামও মানেন না। আর মদীনায় লেখা কিতাবও মানেন না। তারপরও আপনারা আহলে হাদীস এবং মদীনা ওয়ালা। কত বড় ধোঁকাবাজী।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনারা অন্য ইমাম বাদ রেখে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর তাকলীদ কেন করেন? এবং তার ফিকহকে কেন প্রাধান্য দেন?

হানাফীঃ এ কারণে যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ফিকহ শুরাভিত্তিক। ইমাম সাহেব উলামাদের একটি দলকে শুরা বানিয়েছিলেন। যখন কোন মাসআলা পেশ হতো, তখন সে মাসআলা শুরাতে দেওয়া হতো, শুরাই ফয়সালা করত। আর যে মাসআলার উপর ঐক্যমত হত সেই মাসআলা লিপিবদ্ধ করা হতো। কিন্তু অন্য ইমামগণের এমন ছিলনা। তাদের ফিকহ শুরা ভিত্তিক নয়। প্রত্যেকে একাকি বসে বসে লিখেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আচ্ছ! আপনারা ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ফিকহ মানেন। তারপর আমলও করেন। কিন্তু আপনারা তাকে ইমামে আ'যম কেন বলেন? দেখুন! ইমামে আ'যম এর অর্থ হলো, সব থেকে বড় ইমাম। যেমন আল্লাহু আকবার এর অর্থ হলো, আল্লাহ সব থেকে বড়। তবে সব থেকে বড় ইমাম তো হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইমাম

আবু হানীফাকে ইমাম আ'যম বলা তো রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মরতবা থেকে বড় বলার মতই।

হানাফীঃ হাই.............। কত বড় ধোঁকা, যারা আপনাদেরকে খারাপ পথে নেয়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ ধোঁকা কেমন? আপনারা ইমাম সাহেবকে ইমামে আ'যম বলতে পারেন না।

হানাফীঃ আমরা ইমাম সাহেবকে ইমামে আ'যম চার ইমামের বিপরীতে বলি। আমরা তো সাহাবায়ে কেরামের বিপরীতেও তাকে ইমাম আ'যম বলি না। আর কিভাবে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইমাম সাহেবকে বড় বলব? নাউযুবিল্লাহ। আর যদি ইমামে আ'যম শুধুমাত্র রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়। তবে তিনি ব্যতিত অন্য কাউকে বলা গোনাহ হবে। তবে ফারুকে আযম শুধুমাত্র রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হবেন। আপনার কথা অনুযায়ী হযরত ওমর রাযি. হবেন না। সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বকর রাযি. হবেন না। বরং সিদ্দীকে আকবার শুধুমাত্র রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হবেন। কায়েদে আ'যম শুধুমাত্র রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হবেন। মুনাযিরে আ'যম রুপড়ী সাহেব হবেন না। মুনাযিরে আ'যম শুধুমাত্র রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হবেন। খতীবে আযম শায়খুপুরী হবেন না। বরং শুধুমাত্র রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হবেন। পীরানে পীর শায়েখ আব্দুর কাদের জীলানী রহ. হবেন না। বরং পীরানে পীর শুধুমাত্র রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হবেন। শায়খুল কুল ফিল কুল নযীর দেহলভী সাহেব হবেন না। বরং শায়খুল কুল ফিল কুল শুধুমাত্র রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হবেন।

যখন আল্লাহ জ্ঞান বুদ্ধি নিয়ে নেন,
তখন বেকুফী নির্বুদ্ধিতা এসে যায়।
ইমামগণের উপর ঘৃণা বিদ্বেষ থেকে,
গোমরাহী পথভ্রষ্টতা এসে যায়।

শুধুমাত্র ইমামে আ'যম শব্দ নিয়ে বিবাদ দ্বন্দ্ব করলে হবে না, তখন সমস্ত উপাধি ভুল হবে। যা উম্মতের উপর লাগানো হয়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ তবে ইমামে আ’যম এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি?
হানাফীঃ আপনি যে অর্থ বুঝেছেন, তা ভুল বুঝেছেন, বা জেনেও অজ্ঞ সেজেছেন।
দেখুন! ফারুকে আযম রাযি. সাহাবায়ে কেরামের সাদের উপর। নবীদের সাথে তার কোন মোকাবালা নেই। সিদ্দীকে আকবার সাহাবায়ে কেরামের সাদের উপর। নবীদের সাথে তার কোন মোকাবালা নেই। আর যখন মুনাযিরে আযম, খতীবে আযম তাদের সমসাময়িক সময়ের মৌলভিদের মধ্যে আছেন, তাই সেখানে নবীদের সাথে তার কোন মোকাবালা নেই। শায়খুল কুল তার নিজের সমসাময়িকের সময় মৌলভিদের মোকাবেলায়। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোকাবেলায় নয়। ঐ রকমভাবে ইমামে আযম সাহাবায়ে কেরামের পরে ইমামগণের মুকাবেলায়। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোকাবেলায় নয়।
গায়রে মুকাল্লিদঃ দেখুন! ইমাম আবু হানীফা রহ. ফিকহের ইমাম হবেন, তবে হাদীস বিষয়ে তার কোন প্রসিদ্ধি নেই। ইমাম বুখারী রহ. ও অন্যান্য হাদীসের ইমামগণ হাদীসের জন্য কত সফর করেছেন। কিন্তু ইমাম সাহেব রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের জন্য কোন সফর করেন নি।
হানাফীঃ এটাও একটা ধোঁকা যে, ইমাম সাহেব রহ. হাদীসের জন্য সফর করেননি। বাস্তবে এ প্রশ্ন ইউসূফ জয়পূরী “হাকীকতে ফিকহ” এর মধ্যে লিখেছেন এবং তা সম্পূর্ণ ভুল। আসল কথা হলো, ইমাম আবু হানীফা রহ. কুফাতে ছিলেন, যেখানে বড় বড় মুহাদ্দিসগণ ও মুজতাহিদগণ ছিলেন, যাদের কাছে হাদীস পড়ার জন্য মানুষ নিজেই কুফাতে আসতেন। ইমাম বুখারী রহ. হাদীস তলব করতে বুখারা থেকে মিশর পর্যন্ত সমস্ত শহরে সফর করেছেন। দু’বার জাযিরাতে গিয়েছেন। চারবার বসরাতে। ছয় বসর পর্যন্ত হিজাযে ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাগদাদ, কুফার এ পরিমাণ গুরুত্ব ছিল যে, ইমাম বুখারী রহ. বলেন, আমি গণনাও করতে পারিনা যে, আমি কত বার মুহাদ্দিসগণের সাথে যাওয়া লেগেছে। এ অবস্থাতে প্রথম তো ইমাম সাহেব রহ. কে কুফা ছেড়ে হাদীস শিক্ষার জন্য কোথায়ও যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। কেননা সবকিছুই কুফাতে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত, ইমাম সাহেব রহ. হাদীস শিক্ষার জন্য তা ব্যতিত অনেক সফর করেছেন। (হাদীস এবং আহলে হাদীস পৃ.

৫৬,৫৭) একজন ব্যক্তি লাহোরে থাকে, আর শায়খুল হাদীস মুসা খান সাহেব দা.বা. ও অন্যান্য মুহাদ্দিস থেকে হাদীসের ইলম অর্জন করবে এবং করাচীতে যাবে। তবে তাতে তার ইলমের অস্বীকার না কোন গায়রে মুকাল্লিদ করতে পারে, না কোন জ্ঞানী ব্যক্তি।

গায়রে মুকাল্লিদঃ সৌদিআরবের লোকেরাও আহলে হাদীস। তারাও কোন ইমামের তাকলীদ করেনা। চান্দা আমাদেরকে দেয় আপনাদেরকে নয়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা আমাদের অর্থাৎ আহলে হাদীস। তারা মুকাল্লিদ বা হানাফী নয়। যখন হারামাইন শরীফাইন তাকলীদ থেকে পবিত্র। তবে অন্য কারোও বা কোন জায়গায় কি তাকলীদ করার প্রয়োজন আছে? আর তাকলীদও ঐ কুফার লোকেরই, যেখান থেকে কোন ভাল সংবাদ আসেনি। হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. কে যারা শহীদ করেছিল, তাদের থেকে ভাল কিছুর কি আশা করা যায়?

হানাফীঃ এটাও আপনাদের আরো একটি ধোঁকা যে, সৌদিআরবের লোকেরা আহলে হাদীস গায়রে মুকাল্লিদ। কক্ষণো নয়, বরং তারা হাম্বলী মুকাল্লিদ।

১. সৌদিআরবের লোকেরা মুকাল্লিদ। আপনারা গায়রে মুকাল্লিদ।

২. সৌদিআরবের লোকেরা বিশ রাকাত তারাবীহ পড়েন। আপনারা আট রাকাত পড়েন।

৩. সৌদিআরবের লোকেরা জানাযা আস্তে আওয়াজে পড়েন। আপনারা জোরে উঁচু আওয়াযে পড়েন।

৪. সৌদিআরবের লোকেরা তিন তালাককে তিন তালাক বলেন। আপনারা তিন তালাককে এক তালাক বলেন।

৫. সৌদিআরবের লোকেরা তৃতীয় রাকাতে রফউল ইয়াদাইন করেননা। আপনারা করেন।

৬. সৌদিআরবের লোকেরা কবরের নিকট দুরুদ সালাম পড়ার পক্ষে। আপনার তার অস্বীকারকারী।

৭. সৌদিআরবের লোকেরা ফিকহের পক্ষে। আপনারা ফিকহের চির দুশমন।

৮. সৌদিআরবের লোকেরা চার ইমামকেই সম্মান করেন। আর আপনাদের মৌলভিদের যতক্ষণ পর্যন্ত ইমামগণের বিরুদ্ধে না বলে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার ওয়াজ হয়না।

এখন বলুন। সৌদিআরবের লোকেরা আপনাদের নাকি আমাদের? আচ্ছা চলুন! অন্য তরীকায় পরিক্ষা করা যাক। আপনি কা'বা শরীফের ইমামের নিকট চলুন আমিও চলি। আমি বলব যে, আমি ইমামে আ'যম আবু হানিফা রহ. এর মুকাল্লিদ। আপনি বলবেন, চার ইমামের মধ্যে যে কোন ইমামের তাকলীদ করবে, সে মুশরিক ও গোমরাহ। চার ইমামের যে কাউকে তাকলীদ করাই গোমরাহী। তারপর দেখবেন যে, কা'বা শরীফের ইমাম কার হাতকে চুম্বন করবে। আর কাকে জুতা মারবে। তারপর দেখা যাবে সৌদিআরবের লোকেরা আপনাদের সাথে নাকি আমাদের সাথে?

আট রাকাত তারাবীহ এর লিফলেট লিখে যেভাবে পাকিস্তানে বিশ রাকাত তারাবীহ ওয়ালাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেন, একটি লিফলেট সৌদিআরবেও পাঠিয়ে দেন। অনেক আরামেই বুঝা যাবে যে, তারা আপনাদের নাকি আমাদের। আর এটাও দেখতে পারবেন যে, চান্দা পাবেন নাকি পাবেন না। তাফসীরে উসমানী আল্লামা শিব্বির আহমাদ উসমানী দেওবন্দীর তাফসীর। বাদশাহ ফাহাদ ছেপে পুরা বিশ্বে তা বন্টন করেছেন। যদি আপনাদের হতো, তবে আপনাদের তাফসীর বন্টন করতেন। দেওবন্দিদের তাফসীর কক্ষনো বন্টন করতেন না।

গায়রে মুকাল্লিদঃ দেখুন! কুফাবাসীরা হযরত হুসাইন রাযি. কে শহীদ করেছিলেন। তাদের কথা আমরা কিভাবে মানি?

হানাফীঃ কেমন আহমকি প্রশ্ন, যেখানে কোন ভাল মানুষকে হত্যা করা হবে, সেখানে অন্য ভাল মানুষের কথাও আমলযোগ্য থাকেনা। আর যদি একথা ধরা হয়, তবে হযরত উসমান রাযি.কে মদীনায় শহীদ করা হয়েছিল, তবে মদীনাবাসীদের কথাও আমলযোগ্য নয়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনি আমাকে এমন জিনিষের উপর বাধ্য করছেন, যার উপর আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দেননি।

হানাফীঃ আমি আপনাকে কোন জিনিষের উপর বাধ্য করছি?

গায়রে মুকাল্লিদঃ তাকলীদের উপর।

হানাফীঃ আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকলীদ করার হুকুম দিয়েছেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ কোথায়?

হানাফীঃ কুরআনে কারীমে রয়েছে, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ যদি তোমরা না জানো, তবে আহলে ইলম থেকে জিজ্ঞাসা করে নাও। জিজ্ঞাসা করে মেনে নেওয়ার নামই তাকলীদ। অন্য জায়গায় বলেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্, তার রাসূল ও মুজতাহিদগণের অনুসরণ কর। সূরা নিসা আয়াত : ৫৯।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনি أُولِي الْأَمْرِ এর অর্থ "মুজতাহিদগণ" ভুল করেছেন। তার অর্থ তো বাদশাহ।

হানাফীঃ দুনিয়ার বাদশাহগণও মাসআলার ক্ষেত্রে দ্বীনের বাদশাহগণের কাছে মুখাপেক্ষী হয়। আর দ্বীনের বাদশাহ মুজতাহিদগণই হয়। কুরআনে أُولِي الْأَمْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আহলে ইস্তেমবাত।

গায়রে মুকাল্লিদঃ কুরআনে তাকলীদ শব্দ আসেনি। তবে তাকলীদ করে কি লাভ?

হানাফীঃ জানাযা শব্দ কুরআনে নেই। এজন্য কি জানাযা দ্বারা কোন লাভ হয় না? আপনাকে জানাযা ব্যতিত দাফন করা হবে, চিন্তা করবেন না।

গায়রে মুকাল্লিদঃ যদি কুরআনে তাকলীদ করার হুকুম থাকে, তবে শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. কেন বললেন যে, তাকলীদ চতুর্থ শতাব্দীতে শুরু হয়েছে। আর শাহ সাহেব নিজেই কেন তাকলীদ করতে নিষেধ করতেন?

হানাফীঃ এ কথা শাহ সাহেবের উপর অপবাদ দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। না তিনি তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন, না তিনি তাকলীদ চতুর্থ শতাব্দিতে শুরু হয়েছে বলে বলেছেন। শাহ সাহেব তার নিজের কিতাব "ইক্বদুল জীদ" এ বলেন, তাকলীদ দু'প্রকার। ১. হারাম। ২. ওয়াজিব। খারাপ লোকদের খারাপ তাকলীদ করা হারাম। ভাল লোকদের ভাল তাকলীদ ওয়াজিব। আর ঐ কিতাবের ৬৯ পৃষ্ঠাতে শাহ সাহেব বলেন, তাকলীদ তাওয়াতুর, অবিচ্ছিন্নধারায় রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ পর্যন্ত চলে আসছে। দেখুন! ঐ কিতাবেরই ৫৩ পৃষ্ঠায় লেখেন,

চার ইমামকে ছেড়ে দেওয়া অনেক বড় ফাসাদ। ঐ কিতাবের ৫৬ পৃষ্ঠায় লেখেন, চার ইমামকে ছেড়ে দেওয়া অনেক বড় জামাতকে ছেড়ে দেওয়া। দেখুন! শাহ সাহেব তাকলীদের হুকুম দেন। তাকলীদ যারা করেনা তাদেরকে বড় জামাত থেকে খারেজ ও ফাসাদী বলেছেন। আপনি কি উল্টা প্রশ্ন করা শুরু করেছেন যে, তিনি তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন। আপনার সকল প্রশ্ন একই রকম।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনি আমার প্রতিটি প্রশ্নকেই মিথ্যা প্রমাণ করছেন। যদি আহলে হাদীস ভুল হয়, তবে পীর আব্দুল কাদের জীলানী আহলে হাদীস হতেন না। দেখুন! তিনি রফয়ে ইয়াদাইন করতেন। আহলে হাদীস হতে কি কোন আর সন্দেহ থাকে?

হানাফীঃ শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. কে আহলে হাদীস বলা, পূর্বের মত এটাও একটা বড় মিথ্যা কথা।

শায়খ জিলানী ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মুকাল্লিদ ছিলেন। (গুনয়াতুত তালেবীন পৃ. ৪৩১) অথচ আপনারা তাকলীদ শিরক বলেন।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসিলা বানিয়ে দু'আ করা জায়েয মনে করতেন। (গুনয়াতুত তালেবীন পৃ. ৩৪) অথচ আপনারা ওসিলার দুশমন।

তিনি বলেন, মুখে নিয়্যাত উচ্চারণ করা উত্তম। (গুনয়াতুত তালেবীন পৃ. ২০,৫৫) অথচ আপনারা নিয়্যাতহীন নামায আদায় করেন। বরং মুখে নিয়্যাত করাকে বিদআত বলেন।

তিনি বলতেন, যখন ইমাম ক্বিরাত পড়বেন, তখন মুক্তাদিগণ চুপ থাকবে। (গুনয়াতুত তালেবীন পৃ. ৪৩১) অথচ আপনারা তার অস্বীকার করেন।

তিনি বলতেন, তারাবীহ নামায বিশ রাকাত। (গুনয়াতুত তালেবীন পৃ. ২৯৪) অথচ আপনারা বিশ রাকাতকে বিদআত বলেন।

তিনি সিমায়ে মাওতা তথা মৃত্যু ব্যক্তি শুনে এর পক্ষে ছিলেন। (গুনয়াতুত তালেবীন পৃ. ৪৫৭) অথচ আপনারা তার অস্বীকারকারী।

এখন বলুন! শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. সুন্নী ছিলেন নাকি গায়রে মুকাল্লিদ ওয়াহহাবী। বাকি যদি শুধুমাত্র রফয়ে ইয়াদাইন দ্বারা মানুষ গায়রে মুকাল্লিদ হয়, তবে শিয়া রাফেযী সকলেই আহলে হাদীস। কেননা তারা আপনাদের থেকে কয়েক জায়গায় বেশি রফয়ে ইয়াদাইন করে।

তাকলীদ না করার ফলাফল

গায়রে মুকাল্লিদঃ যদি তাকলীদ না করা হয় তবে কি সমস্যা?

হানাফীঃ ভাই জান! তাকলীদ ছেড়ে দেওয়ার দ্বারা মানুষ গোমরাহীতে পড়ে যায়। যে আয়াত বা হাদীসের অর্থ যা চাইল, তা করবে। যে অনুবাদ তার মন মত হবে, সেটাই প্রচার করবে। অন্যদের অনুবাদ এ বলে বাদ দিবে যে, আমি কারো মুকাল্লিদ নয়। ব্যাস এটাই মুনকিরে হাদীস, হাদীস অস্বীকারকারী হওয়া, গোলাম পারভেজ হওয়া, মওদুদি হওয়া, ও মির্যা কাদিয়ানি হওয়া এগুলো সবই তাকলীদ ছেড়ে দেওয়ার ফলাফল।

গায়রে মুকাল্লিদঃ মির্যা কাদিয়ানী গায়রে মুকাল্লিদ ছিল?

হানাফীঃ জ্বী হ্যাঁ!

গায়রে মুকাল্লিদঃ কক্ষণো নয়, সে তো হানাফী ছিল।

হানাফীঃ সে হানাফী হলে নবুওয়াতের দাবী করত না। ইমাম আবু হানীফা রহ. এর কোন ফিকহে বলা আছে যে, নবুওয়াতের দাবী করো। নিঃসন্দেহে তার এ নবী দাবী করা ফিকহে হানাফী ও তাকলীদের সাথে দুশমনীর ফলাফল। যদি ইমাম আবু হানীফা রহ. এর তাকলীদের হার গলায় নিয়ে সাজতো, তবে নবুওয়াতের দাবী কক্ষণো করতো না।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমি শুনেছি যে, সে হানাফী ছিল।

হানাফীঃ সেটাই তো ভুল কথা। আমি পেশ করছি যে, গায়রে মুকাল্লিদ আলেম সায়্যিদ নযীর হুসাইন দেহলভী তার বিবাহ পড়িয়েছিলেন। সে বিবাহের বিনিময়ে একটি জায়নামায ও পাঁচ রুপি (টাকা) গ্রহণ করেছিল। তার স্ত্রী নুসরত বেগম আহলে হাদীস ছিল। (রঈসে কাদিয়ান)

১. মির্যা কাদিয়ানী আট রাকাত তারাবীহ এর পক্ষে ছিল। (সীরাতুল মাহদী ২/১৩) আপনাদের মাযহাবও একই।

২. জিরাব (মোজা) এর উপর মাসাহ এর পক্ষে ছিল। (সীরাতুল মাহদী পৃ. ২৬,২৯) আপনাদেরও একই মাযহাব।

৩. একত্রে দু' ওয়াক্ত নামাযের পক্ষে ছিল। আপনাদের মাযহাবও একই।

৪. মির্যা গুই সাপ খাওয়ার পক্ষে ছিল। আপনাদেরও একই মাযহাব। (বা হাওয়ালায়ে আলমুফীদুল কালাম পৃ. ১৮৬)

এখন বলুন! মির্যা কাদিয়ানী হানাফী ছিল না কি গায়রে মুকাল্লিদ ছিল। তাকে আহলে হাদীসে আত্মীয় করেছে। বিবাহও আহলে হাদীসে পড়িয়েছে। মাসআলার ক্ষেত্রে আপনারা তার এবং সে আপনাদের এক মতেরই মানুষ। তারপরও সে গায়রে মুকাল্লিদ নয়, এ কোন কথা কোন বিপদ?

গায়রে মুকাল্লিদঃ তাকলীদ যদি এত জরুরী হয়, তবে সাহাবায়ে কেরাম কার তাকলীদ করতেন?

হানাফীঃ কিছু সাহাবা মুজতাহিদ ছিলেন, আর কিছু গায়রে মুজতাহিদ। অন্য সাহাবায়ে কেরাম মুজতাহিদ সাহাবায়ে কেরামের তাকলীদ করতেন। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ইয়েমেনে হযরত মুআয রাযি. এর তাকলীদে শখসী হত। শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. তার কিতাব "আলইনসাফ" এ বলেন, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বিভিন্ন শহরে দ্বীনী দাওয়াতের জন্য ছড়িয়ে ছিলেন। প্রত্যেক শহরে কোন না কোন শহরে কোন এক সাহাবা রাযি. এর তাকলীদ করা হতো। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. মক্কাতে, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি. মদীনাতে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. কুফাতে, আর বসরাতে হযরত আনাস রাযি. এর তাকলীদ হতো।

গায়রে মুকাল্লিদঃ যখন শাহ সাহেবও বলেছেন, তাকলীদ তাওয়াতুর, অবিচ্ছিন্ন ধারাই রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে চলে আসছে। আর কিছু সাহাবায়ে কেরাম অন্য কিছু মুজতাহিদ সাহাবায়ে কেরামের তাকলীদ করতেন, তবে আমাদের আহলে হাদীস তাকলীদ করতে কেন নারাজ? তার কারণ বুঝে আসে না।

হানাফীঃ ব্যাস! এটাই জিজ্ঞাস করার ছিল, আপনি যা জিজ্ঞাস করেছেন। তবে যা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করার দরকার ছিল, তা একটু দেরী করে ফেলেছেন। প্রিয়! গায়রে মুকাল্লিদও তাকলীদ করে। কিন্তু মানে না। গায়রে মানসূস মাসআলাসমূহ আমরা যাদের থেকে গ্রহণ করি, তাদের জন্য দু'আ করি। আর গায়রে মুকাল্লিদগণ যে সকল বুযুর্গ থেকে মাসআলা গ্রহণ করে, তাদেরকে গালিগালাজ করে। এতটুকই পার্থক্য।

গায়রে মুকাল্লিদঃ এমন কোন মাসআলা আছে, যা আমাদের আহলে হাদীস তাকলীদ করে?

হানাফীঃ ১. মহিষের গোশত খাওয়া, দুধ পান করা, হাদীস থেকে প্রমাণিত নয়। ফিকহ দ্বারা প্রমাণিত। এটা ফিকহের মাসআলা। এতে গায়রে মুকাল্লিদ তাকলীদ করে, মানেনা।

২. সকালের দু'টি সুন্নাত। দু'টি ফরয। এটা হাদীসে নেই। ফিকহে আছে। গায়রে মুকাল্লিদ এই মাসআলায় মুকাল্লিদদের তাকলীদ করে।

৩. যোহর, আসর, মাগরীব, ইশার কত রাকাত? কত ফরয? কত সুন্নাত? এটা হাদীসে বন্টন করা নেই। তবে গায়রে মুকাল্লিদ এ ফিকহের বন্টনের তাকলীদ করে।

৪. আহলে হাদীস বিতরে হাত উঠিয়ে দু'আ করে। এটা ইমাম শাফেয়ী রহ. এর তাকলীদ। এ মাসআলার হাদীস নেই।

৫. তালাকের মাসআলায় ইবনে তায়মিয়ার তাকলীদ করে।

৬. নামাযে সানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়া উচিত। এটা ফিকহের মাসআলা। এতে গায়রে মুকাল্লিদ আহলে ফিকহের তাকলীদ করে।

৭. ইমাম তাকবীরে তাহরীমা জোরে আওয়াজে বলবে, মুক্তাদিগণ আস্তে বলবে। এটা ফিকহের মাসআলা, হাদীসের নয়।

৮. ইমাম জোর আওয়াযে সালাম বলবে, মুক্তাদিগণ আস্তে বলবে। এটা ফিকহের মাসআলা, হাদীসের নয়।

৯. রুকু সিজদার তাসবীহ আস্তে পড়া উচিত। এটা ফিকহের মাসআলা। হাদীসের নয়।

১০. সুন্নাত একাকী পড়া উচিত। জামাত শুধু ফরযের জন্য হয়। এটা ফিকহের মাসআলা, হাদীসের নয়।

১১. ফজর, মাগরীব, ইশাতে জোর আওয়াযে মুক্তাদিগণের আমীন বলা। আর যোহর, আসরে না বলা, এটা হাদীসের মাসআলা নয়।

১২. কারো সানা বা আউযুবিল্লাহ পড়া ছুটে গেল, তার নামায হবে কি না? এটা ফিকহের মাসআলা, হাদীসের নয়।

১৩. দু'সিজদার মাঝখানে হাত কোথায় রাখা উচিত। মাসআলাটি হাদীস থেকে প্রমাণিত নয়। ফিকহ থেকে প্রমাণিত।

১৪. দাঁড়িয়ে হাত ছেড়ে দেয়া। এটা হাদীসের মাসআলা নয়। এতে গায়রে মুকাল্লিদ আহলে ফিকহের তাকলীদ করে।

১৫. গায়রে মুকাল্লিদের নামাযের শর্তাবলী হাদীসে পাওয়া যায়না। শর্তাবলী হানাফীদের তাকলীদ করে।

১৬. গায়রে মুকাল্লিদগণের নামাযের নিয়্যাত হাদীসে নেই।

১৭. আসমাউর রিজাল ক্ষেত্রে গায়রে মুকাল্লিদগণ ইবনে হজর আসকালানী রহ. এর তাকলীদ করে।

১৮. রোযা ফরয, কুরবানী ফরয। এটা হাদীসের শব্দে নেই। হানাফীদের তাকলীদ করে।

১৯. গায়রে মুকাল্লিদগণ জানাযা নামাযে যে তারতীব রাখে, তা হাদীসে নেই। অর্থাৎ প্রথমে তাকবীরের পরে (সানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, সুরা ফাতেহা, অন্য সূরা) পাঁচ জিনিস। দ্বিতীয় তাকবীরের পরে দুরুদে ইবরাহিম, তৃতীয় তাকবীরের পরে বার তের দু'আ একত্রে করা। এ জানাযার পদ্ধতি কোন সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত নয়।

২০. গায়রে মুকাল্লিদগণের ফরয নামাযের পর দু'আ না চাওয়া নতুন যামানার আবিস্কার। হাদীস থেকে প্রমাণিত নয়।

ইহা ব্যতিত যদি এমন মাসআলা গণনা শুরু করি, যাতে আহলে হাদীসের নিকট কোন হাদীস নেই। বরং কোন কোন ইমামের তাকলীদ বা কমপক্ষে কিয়াস করে। তবে অনেক বড় একটি কিতাব হয়ে যাবে। এ কারণে এতটুকুর উপর ক্ষান্ত হলাম।

গায়রে মুকাল্লিদ: আসল কথা হলো, আমি কিছু আহলে হাদীস ছেলেদের সাথে কাজ করতাম। তারা আমাকে কিছু কিতাব দেখিয়েছে। আমার তো জানা ছিল না যে, তাতে কি লেখা হয়েছে? ঐ কিতাব পড়ে আমি রফয়ে ইয়াদাইন করা শুরু করে দিয়েছি। টাখনু চওড়া করা শুরু করেছি। বুকে হাত বাঁধা শুরু করেছি। আপনি আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দলিল দ্বারা দিয়েছেন। আর আমাকে অনেক সুন্দর করে বুঝিয়েছেন। আমি সন্তুষ্ট। বাকি দু'তিনটি কিতাব আছে, যা পড়ে আমি ধাবিত হয়েছি, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা হোক।

হানাফীঃ তারা কোন কিতাব আপনাকে দিয়েছিল? একটু আমাকে দেখান।
গায়রে মুকাল্লিদঃ হাকিম সাদেক সিয়ালকুড়ী সাহেবের "সালাতুর রাসূল" "সাবীলুর রাসূল" আর ইউসূফ জয়পূরীর "হাকীকাতুল ফিকহ"।
হানাফীঃ ভাই! গায়রে মুকাল্লিদগণ ব্যপকভাবে এ তিনটি কিতাবই দেয়। আর গোমরাহ করার প্রচেষ্টা করে। ইমাম সাহেব রহ. এর তাকলীদ থেকে দূরে সরিয়ে একজন অজ্ঞ হাকীম সিয়ালকুড়ীর তাকলীদ করতে লাগিয়ে দেয়। ইউসূফ জয়পূরীর তাকলীদ করতে লাগিয়ে দেয়। কত বড় ধোঁকাবাজী, তাকলীদের প্রতি ঘৃণা দিয়ে পূণরায় তাকলীদে লাগিয়ে দেয়।
গায়রে মুকাল্লিদঃ ঐ সকল কিতাবে কি ভুল আছে?
হানাফীঃ গায়রে মুকাল্লিদ হবে, আর মিথ্যা বলবেনা, তা কিভাবে হয়? হাকীম সাদেক সাহেবের ভুলগুলি দেখুন। এটা **"সালাতুর রাসূল"**

"সালাতুর রাসূল" এ মিথ্যাচার

১. ১৩১ পৃষ্ঠাতে আযান লেখে বুখারী মুসলিমের দলিল দিয়েছে, অথচ এ বর্ণনা বুখারী শরীফে নেই। এটা বুখারী রহ. এর উপর অপবাদ।
২. ১৬১ পৃষ্ঠাতে দু'হাত কাঁধ বা কান পর্যন্ত উঠাতে হবে। বুখারী মুসলিমের দলিল দিয়েছে। এ শব্দ বুখারীতে নেই।
৩. ১৭৯ পৃষ্ঠাতে একটি রেওয়ায়েত লিখেছে, (মাসনূন কিরাতের নিচে) মুআত্তায়ে মালেকের দলিল দিয়েছে। এটাও মিথ্যা।
৪. ১৩৫ পৃষ্ঠাতে চারবার আল্লাহু আকবার ওয়ালা আযান লিখে মুসলিমের দলিল দিয়েছে। অথচ তা ভুল।
৫. ১৩৪ পৃষ্ঠাতে **لا يستدر** শব্দ লিখে বুখারী মুসলিমের দলিল দিয়েছে, অথচ তা দু'টি কিতাবের উপরই মিথ্যাচার।

"সাবীলুর রাসূল" এ মিথ্যাচার

১. এ হাদীস নকল করেছে, **افضل الاعمال الصلاة في اول وقتها** দলিল বুখারীর। সম্পূর্ণ মিথ্যা।
২. তিন তালাকের রেওয়ায়েত লিখে বুখারী শরীফের দলিল দিয়েছে, যা বুখারী শরীফে নেই।

৩. ঐ রকমভাবে তিন তালাকের রেওয়ায়েতে অনুবাদের ক্ষেত্রে "একবার" শব্দ বাড়িয়েছে। যা ডাহা মিথ্যা।

৪. ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহার যে ফজরের ঘটনা উল্লেখ আছে, সেখানে ইবনে মাজাহ ও মুআত্তায়ে মালেকেরও দলিল দিয়েছে। অথচ তা মিথ্যা। ঐ কিতাবে এ হাদীস নেই।

এখন বলুন! "সাদেক" (সত্যবাদি) যদি এতো মিথ্যা বলে, তবে অন্যদের কি হবে? "হাকীকাতুল ফিকহ" এ অনেক ভুল রয়েছে। তবে আপনার সামনে কয়েকটি পেশ করছি, যাতে করে, কিতাবের গুরুত্ব আপনার সামনে এসে যায়।

"হাকীকাতুল ফিকহ" এ মিথ্যাচার

১. নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদীস যয়ীফ। হিদায়া কিতাবের দলিল দিয়েছে।

২. বুকের উপর হাত বাঁধার হাদীস সহীহ। হিদায়া কিতাবের দলিল দিয়েছে।

৩. সানাতে سبحانك اللهم সুবহানাকাল্লাহুম্মা এর জায়গায় اللهم باعد بيني আল্লাহুম্মা বাইদ বায়নী, অধিক সহীহ। শরহে বিকায়া কিতাবের দলিল দিয়েছে।

৪. ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা ছেড়ে দেওয়ার বর্ণনা যয়ীফ। শরহে বিকায়া কিতাবের দলিল দিয়েছে।

৫. اذا كبر الامام فكبروا এ হাদীস যয়ীফ। শরহে বিকায়া কিতাবের দলিল দিয়েছে।

৬. আমীন কবুল হওয়ার সীলমোহর। হিদায়া কিতাবের দলিল দিয়েছে।

৭. মুক্তাদী ইমামের আমীন শুনে আমীন বলবে । আদ্দুররুল মুখতার কিতাবের দলিল দিয়েছে।

৮. রফয়ে ইয়াদাইন করার হাদীস না করার হাদীসের চেয়ে শক্তিশালী। হিদায়া কিতাবের দলিল দিয়েছে।

৯. রফয়ে ইয়াদাইন ছেড়ে দেওয়ার হাদীস যয়ীফ। শরহে বিকায়া কিতাবের দলিল দিয়েছে।

১০. যে রফয়ে ইয়াদাইন করে, তার সাথে ঝগড়া বিবাদ করা হালাল নয়। হিদায়া কিতাবের দলিল দিয়েছে।

এ সবগুলো মিথ্যা। কিতাবের আসল মতন পেশ করা হোক। গায়রে মুকাল্লিদ উলামাগণ কক্ষণো আসল মতন পেশ করতে পারবেনা।

ভাই! এটা ঐ তিনটি কিতাব, যে কিতাবে নিঃসন্দেহে আপনাকে ধাবিত করেছিল।

আলোচনার ফলাফল

গায়রে মুকাল্লিদঃ যে কিতাবে এত পরিমাণ মিথ্যা রয়েছে, তাতে আমি আর কক্ষনো হাতের স্পর্শ করবনা। আগামীর জন্য এমন মিথ্যুক দল থেকে তওবা করছি। আপনি আমার প্রতিটি মাসআলায় সান্তনা দিয়েছেন। সত্য বলতে কি, যে বুযুর্গরা দ্বীনের জন্য নিজের পূর্ণ জীবনকে ওয়াকফ করে দিয়েছে। আমরা চারটি হাদীস মুখস্ত করে তাদের পিছনে লেগে গেছি। না নাসেখের ইলম আছে, না মানসুখের ইলম। যারা পূর্ণ জীবন কে লাগিয়ে আমাদের জন্য দ্বীনের সমস্ত মাসআলা মাসায়েল একত্রিত করে আমাদের সামনে পেশ করেছেন, তাদের জন্য দু'আ করা উচিত। বিপদের সময় তাদের থেকে মাসআলা গ্রহণ করি এবং তাদেরকে গালিও দেয়। এটা নেমক হারামী। আমি কিছু বন্ধুদেরকে খালি মাথায় নামায পড়ার প্রতি উৎসাহ দিয়েছি। এক হাতে সালাম মুসাফাহা করতে লাগিয়েছি। কারো কারো দু'পায়ের মাঝে ফাঁক করে দাঁড়াতে শিখিয়েছি। তাদেরকে ফেরত আনার চেষ্টা করব। যে সকল বন্ধুগণ আমাকে ঐ দিকে লাগিয়েছিল, তাদের প্রথম সবক এটা ছিল যে, যারা গায়রে মুকাল্লিদ আহলে হাদীস সম্পর্কে জানে, তাদের কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা যাবে না। বরং ইলমহীন তাহকীকহীন ব্যক্তিগণের কাছে গিয়ে, তাদেরকে কটাক্ষ করবে। তাদের সাথে মিলে আমি কয়েকবার নিজেই অনেককে কটাক্ষ করেছি। তাদের থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করব। আজকে বুঝলাম যে, এ সকল লোকেরা কুরআন হাদীসের নাম নিয়ে কি পরিমাণ মিথ্যা বলে। আর

প্রত্যেক কথাকে হাদীস বলে চালিয়ে দেয়। যখন তাদের এত বড় বড় আলেমগণ এত পরিমাণ মিথ্যা লেখে, তবে তাদের সাধারণ মানুষদের কি অবস্থা হবে? আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানকে মিথ্যা থেকে হেফাযত করুন এবং সালাফে সালেহীন এর তরীকার উপর চলার তাওফীক দান করুন। আমীন ছুম্মা আমীন।

অনুবাদ

মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়স সুন্নাহ

গফুর ভিউ, এ/১৫৫৫, রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।

২৭ সফর ১৪৩৭ হিজরী

১২ ডিসেম্বর ২০১৫ ঈসায়ী

সকাল ০৮ : ০৭ মিনিট।